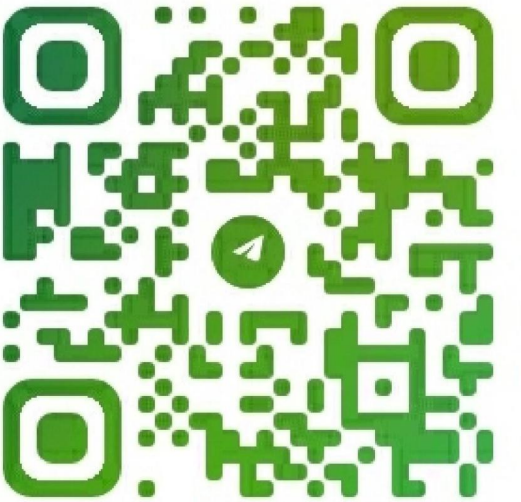
জীবন গড়ো সিরিজ-১

তাঁদের মতো বড় হব

মাওলানা মুনীরুল ইসলাম



To join our telegram channel
https://t.me/Astana_e_Musafir



@ASTANA_E_MUSAFIR

এমন আরো PDF বই ডাউনলোড করার জন্য আমাদের
Astana_e_Musafir টেলিগ্রাম চ্যানেলে ঘুরে আসুন।

তাঁদের মতো বড় হবো



জীবন গড়ো সিরিজ : ১

তাঁদের মতো বড় হবো

মুনীরুল ইসলাম

নাদিয়াতুল কুরআন প্রকাশনী

তাঁদের মতো বড় হবো

লেখক	➠	মাওলানা মুনিরুল ইসলাম
প্রকাশক	➠	মাওলানা মাহমুদুল হাসান (বড় হুজুর) মহাপরিচালক, নাদিয়াতুল কুরআন শিক্ষাবোর্ড প্রতিষ্ঠাতা, নাদিয়াতুল কুরআন প্রকাশনী
গ্রন্থস্বত্ব	➠	প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত
অলঙ্করণ	➠	মহিউদ্দিন আকবর
প্রচ্ছদ	➠	মুহারেব মুহাম্মদ
প্রকাশকাল	➠	ডিসেম্বর-২০১৭
মুদ্রণ	➠	**নাদিয়াতুল কুরআন প্রিন্টার্স** বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, মোবা : ০১৯৭৫-০০৯৮২৪
মূল্য	➠	১২০ টাকা মাত্র

নি বে দ ন

শ্রদ্ধেয় দাদা
মরহুম তোরাব আলী
এবং শ্রদ্ধেয়া দাদী
মরহুমা ফুলবরের নেসা'র
রুহের মাগফেরাত কামনায়।

আল্লাহ তায়ালা তাঁদের জান্নাতবাসী করুন।

লেখকের প্রকাশিত আরো কিছু বই

০১. ঘুমিয়ে কাজা করছি ফজর
০২. পৃথিবীতে হলো হাশরের বিচার
০৩. সেরা ঊনচল্লিশ এবং আমি
০৪. বিজয় নামের পাখি
০৫. রক্তভেজা জায়নামায
০৬. আল-কুরআনের জ্ঞানসমুদ্র
০৭. লোকটা শয়তানের বন্ধু
০৮. সুখে থাকলে ভূতে কিলায়
০৯. টুপির ভেতরের ছড়া
১০. ঈমানের ফুলবাগান
১১. যেমন কর্ম তেমন ফল
১২. অল্প বিদ্যা ভয়ংকর
১৩. নারী তোমার জন্য এই পৃথিবী ধন্য
১৪. শয়তানের সাক্ষাৎকার [১ম ও ২য় খণ্ড]
১৫. জিনদের আশ্চর্য কাহিনী
১৬. ছোটদের সাহাবায়ে কেরামের গল্প
১৭. ছোটদের পীর-মনীষীর গল্প
১৮. আদর্শ ভাই-বোন

তোমরাই গড়বে আগামীর পৃথিবী

ছোট্ট বন্ধুরা, তোমরা আমাদের ভবিষ্যৎ। আগামী দিনের পৃথিবী গড়ার দায়িত্ব তোমাদের হাতে। এখন আমরা আছি, তোমাদের মা-বাবারা আছেন। এক সময় আমরা এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাব, যেমন অনেকের দাদা-দাদীরা চলে গেছেন। তখন কিন্তু তোমাদেরই সংসার, সমাজ ও দেশ চালাতে হবে। পৃথিবীটা সুন্দর করে গড়ে তুলতে হবে।

বন্ধুরা, পৃথিবীকে গড়তে হলে সবার আগে নিজেকেই একজন আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। একটু বুঝিয়ে বলছি, মনে করো আমাদের বাংলাদেশে ষোল কোটি মানুষ আছে। এই ষোল কোটি মানুষের প্রত্যেকে যদি ভালো হয়ে যায়, সব সময় সত্য কথা বলে–সত্য পথে চলে, মা-বাবার কথা শোনে, বড়দের সম্মান করে–ছোটদের স্নেহ করে, নিজের চরিত্র সুন্দর করে, দেশের আইন-কানুন মেনে চলে, মুসলমানরা আল্লাহর হুকুম এবং নবীজির আদর্শ মতো চলে, তাহলে কিন্তু পুরো বাংলাদেশটাই ভালো এবং সুন্দর হয়ে যাবে। এভাবে পুরো পৃথিবীর মানুষেরা ভালো হয়ে গেলে পুরোটা পৃথিবীই সুন্দর হয়ে গড়ে উঠবে। তাইতো বলা হয়, 'পৃথিবীকে গড়তে হলে সবার আগে নিজকে গড়ো'।

বন্ধুরা, নিজকে গড়ার জন্য প্রয়োজন ভালো শিক্ষা, উপদেশ এবং একটি পরিবেশ। তাই তোমাদের জন্য নতুন উপহার 'জীবন গড়ো সিরিজ'। এই সিরিজে বেশ কিছু বই উপহার দেবেন তোমাদের প্রিয় লেখক মাওলানা মুনীরুল ইসলাম। সিরিজের প্রথম বই 'তাঁদের মতো বড় হবো'। বইটিতে মহৎ ও মনীষীদের জীবনের ৩৪টি গল্প রয়েছে। বইটি মনোযোগ দিয়ে পড়লে তোমরাও তাঁদের মতো বড় হওয়ার অনুপ্রেরণা পাবে।

নিবেদক

মাওলানা মাহমুদুল হাসান (বড় হুজুর)

নাদিয়াতুল কুরআন প্রকাশনী

সূচিপত্র

বেহেশতি ক্রেতা-বিক্রেতা/১১
মায়ের খেদমতের সুফল/১৩
চমৎকার শুকরিয়া আদায়/১৫
প্রতিবেশীর কল্যাণকামী/১৬
শুধুই আল্লাহর ভয়/১৭
খলিফা পরিবারে ঈদ/১৯
আশ্চর্য স্মরণ শক্তি/২১
মরার পরে হাসি/২২
পাল্টে দিলেন পথ/২৩
জুতার তৈরি টুপি!/২৫
হারাম হওয়ার ভয়ে/২৭
আপনার লাইব্রেরিটা চাই/২৮
জ্ঞান অর্জনের জিদ/৩০
সাহসের ভালোবাসা/৩১
সত্য মুক্তি দেয়/৩৩
স্নেহের অনন্য উপমা/৩৪
চার হাত জমি/৩৫

আশ্চর্য বিনয়ী/৩৬
ডিমের হাদিয়া/৩৭
দুনিয়াটা আমাদের দোজখ/৩৮
চোর থেকে ওলি/৩৯
সত্যেরই জয় হলো/৪১
মহৎপ্রাণ সেনাপতি/৪৩
বাদশাহর সাদাসিধা জীবন/৪৪
বড় মনের বাদশাহ/৪৬
আল্লাহ-ই আসল দাতা/৪৭
শিক্ষকের অবাক মর্যাদা/৪৯
সন্তানহারা মায়ের ধৈর্য/৫০
আল্লাহভীরু তালিবে ইলম/৫২
কুরআনের ভালোবাসায়/৫৫
বুদ্ধিমান ক্রীতদাস/৫৭
দানের বরকতে/৫৯
বুদ্ধিমান বিচারক/৬১
সম্রাট ও সাহসী বুড়ো/৬২



বেহেশতি ক্রেতা-বিক্রেতা

আল্লাহর নবী হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম-এর শাসনকাল। তিনি নবীও ছিলেন বাদশাহও ছিলেন। একদিন এক লোক কঠিন অভাবে পড়ে একখণ্ড জমি বিক্রি করল। ক্রেতা ফসল ফলানোর জন্য জমিতে চাষ করা শুরু করল। চাষ করতে করতে হঠাৎ সে জমির মধ্যে একটি সোনাভর্তি কলসি পেল।

ক্রেতা কলসিটিকে যত্ন করে বাড়িতে রেখে দিল এবং এই সুখবর নিয়ে বিক্রেতার বাড়িতে গেল। গিয়ে বলল, ভাই! আপনার কাছ থেকে যেই জমি কিনেছিলাম, সেখানে এক কলসি সোনা পেয়েছি। দয়া করে আপনার মূল্যবান জিনিস ফেরত নিন। আমি তো শুধু আপনার জমি কিনেছি। এই মূল্যবান সোনা কিনিনি।

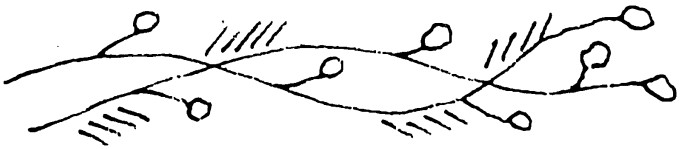
বিক্রেতা বলল– না ভাই, তা হতে পারে না। আমি তো জমি বিক্রি করার সময় বলিনি যে, জমিতে পাওয়া জিনিস আমাকে ফেরত দিতে হবে। তাছাড়া জমিতে যা আছে সবই আমি বিক্রি করে দিয়েছি। তাই জমিতে যা পেয়েছেন, এর সবই আপনার।

কিন্তু ক্রেতা তা মানল না। বলল, আমি তো সোনার কলসি কিনিনি, এটা আমি নেব কেন?
এভাবে দুইজনে তর্কাতর্কি করতে লাগল। কিন্তু কারো কথা কেউ মানল না।
শেষ পর্যন্ত তারা হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম-এর দরবারে গেল। দাউদ আলাইহিস সালাম দুইজনের কথা শুনে মনে মনে বললেন, এতো দেখছি পুরো বেহেশতি মানুষ! এরপর তাদেরকে বললেন– আচ্ছা, তোমাদের কি কোনো সন্তান আছে?
ক্রেতা বলল– জি, আমার একটি ছেলে আছে।
বিক্রেতা বলল, আমার একটি মেয়ে আছে।

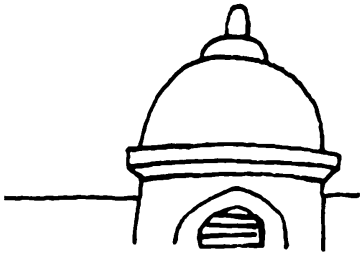
এবার হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম একটি চমৎকার রায় দিয়ে বললেন, 'যাও, তোমার মেয়েকে তার ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দাও এবং কলসিতে যে পরিমাণ সোনা আছে, তা থেকে কিছু বিয়েতে খরচ করো। আর বাকিগুলো তাদেরকে দান করে দাও।'

এই সুন্দর ফায়সালা শুনে দুইজনেই খুশি হয়ে ফিরে এলো এবং তাদের ছেলে-মেয়ের মধ্যে বিয়ে পরিয়ে দিল।

শিক্ষা : এমন ক্রেতা-বিক্রেতাকে বেহেশতি না বলে কী বলা যায়! বর্তমানে এমন মানুষ পাওয়া অনেক কঠিন। এসো না বন্ধু, আমরাও তাদের মতো এমন আদর্শবান হই!



মায়ের খেদমতের সুফল



আল্লাহর নবী হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম-এর সময়ের ঘটনা। তিনি হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম-এর ছেলে। সুলাইমান আলাইহিস সালাম বাতাসে ভর দিয়ে উড়ে বেড়াতে পারতেন। তাঁর আদেশে জিনেরাও কাজ করত।

সুলাইমান আলাইহিস সালাম একদিন একটি সাগর দেখিয়ে জিনদের আদেশ দিলেন, এই সাগরের নিচে কী আছে, তা জেনে এসো।

আদেশ মতো জিনেরা ডুব দিয়ে দেখল, সাগরের নিচে একটি সুন্দর মোতির গম্বুজ আছে। সে কথা তারা সুলাইমান আলাইহিস সালামকে বলল।

তিনি সেটা তুলে আনার নির্দেশ দিলেন।

জিনেরা সেটা তুলে সুলাইমান আলাইহিস সালাম-এর সামনে রাখল। তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করলে সঙ্গে সঙ্গে গম্বুজটি ফেটে দুই ভাগ হয়ে গেল। তিনি দেখলেন, সেখানে একজন যুবক সিজদায় পড়ে আছে। তা দেখে তিনি অনেক অবাক হলেন। এরপর জিজ্ঞেস করলেন, তুমি জিন নাকি ফেরেশতা?

যুবক উত্তর দিল– আমি জিনও না, ফেরেশতাও না, আমি মানুষ।

সুলাইমান আলাইহিস সালাম বললেন, তুমি কিভাবে এমন সম্মান পেলে?

যুবক উত্তর দিল, আমার এক বুড়ো মা ছিলেন। আমি তাকে আমার পিঠের উপর বয়ে বেড়াতাম। মা আমার জন্য দোয়া করতেন, 'হে আল্লাহ! আমার ছেলেকে তুমি সম্মান দাও, আমি

মারা যাওয়ার পর তাকে এমন জায়গা দান করো– যা জমিনও হবে না, আসমানও হবে না...।'

মা মারা যাওয়ার পর আমি সাগরের তীরে ঘুরতাম। একবার দেখলাম, একটা সাদা মোতির গম্বুজ। আমি সেই গম্বুজের কাছে গেলাম। অমনি গম্বুজটি খুলে গেল। আমি তার ভেতরে প্রবেশ করলাম। আবার আল্লাহর কুদরতে দরজা বন্ধ হয়ে গেল। আর এখানে আমাকে আল্লাহ প্রতিদিন রিজিক দান করেন।

সুলাইমান আলাইহিস সালাম বললেন, তোমার কাছে রিজিক কিভাবে আসে?

যুবক বলল, আমার যখন ক্ষুধা লাগে, তখন একটা পাথরের ভেতর থেকে গাছ উঠে। গাছে সঙ্গে সঙ্গে ফল ধরে। আর সেখান থেকে বেরিয়ে আসে দুধের চেয়েও স্বাদ, মধুর চেয়েও মিষ্টি এবং বরফের চেয়েও ঠাণ্ডা পানীয়। আমি এগুলো থেকে খাওয়ার পর এগুলো আবার চলে যায়।

সুলাইমান আলাইহিস সালাম বললেন, তুমি রাত-দিন কিভাবে বুঝ?

যুবক বলল, দিন হলে গম্বুজটি আলোকিত হয়ে উঠে। আর রাত হলে অন্ধকার হয়ে যায়।

এরপর সুলাইমান আলাইহিস সালাম দোয়া করলেন। ফলে গম্বুজের দরজাটা আবার বন্ধ হয়ে গেল এবং এটা সাগরের নিচে রেখে আসা হলো।

শিক্ষা : মা-বাবার খেদমত করলে আল্লাহ তায়ালা অনেক নেয়ামত দান করেন। এসো আমরা মা-বাবার খেদমত করে এই যুবকের মতো আল্লাহর কাছে অনেক মর্যাদা ও নেয়ামত লাভ করি।

চমৎকার শুকরিয়া আদায়

হযরত লোকমান একজন মহাজ্ঞানী হাকিম ছিলেন। কেউ কেউ তাঁকে নবীও বলে থাকেন। তাঁর সম্পর্কে পবিত্র কুরআনেও আলোচনা রয়েছে। তিনি এক সময় এক লোকের বাগানে চাকরি করতেন। মালিক একদিন বাগানে এলেন। এসে লোকমান হাকিমকে একটি কাকড়ি ফল আনতে বললেন। কাকড়ি দেখতে শসার মতোই, তবে আরো চিকন এবং এক হাতের মতো লম্বা একটি সুস্বাদু ফল। কাকড়ি মাঝে মধ্যে তিতাও পড়ে।

লোকমান হাকিম একটি কাকড়ি আনলেন। মালিক তা কেটে টুকরো করে এক টুকরো লোকমানকেও দিলেন। লোকমান তা মজা করে খেতে লাগলেন। মালিক তার খাওয়া দেখে ভাবলেন, খুবই সুস্বাদু হবে হয়তো। তাই তিনিও এক টুকরো মুখে নিলেন। কিন্তু মুখে দিতেই 'ওয়াক থু' বলে ফেলে দিলেন। মালিক লোকমান হাকিমকে বললেন, তুমি দেখছি বেশ মজা করে খাচ্ছো! কিন্তু এতো খুব তিতা, যেন বিষ মাখানো!

লোকমান হাকিম বললেন– জি, ব্যাপারটা তাই।

মালিক বললেন, তাহলে তুমি আগে কিছু বললে না যে?

লোকমান হাকিম জবাব দিলেন, আপনার কাছ থেকে জীবনে অনেকবার মিষ্টি জিনিস মজা করে খেয়েছি, অনেক নেয়ামত ভোগ করেছি। এখন যদি একবার তিতা জিনিস পাই, তা মজা করে না খেয়ে অভিযোগ করা কি ঠিক হবে?

শিক্ষা : মানুষের এক-দুইটি মন্দ স্বভাবের দিকে না তাকিয়ে ভালো গুণগুলোর কথা মনে করা উচিত। আমরা সব সময় উপকারকারীকে সম্মান করব।

প্রতিবেশীর কল্যাণকামী

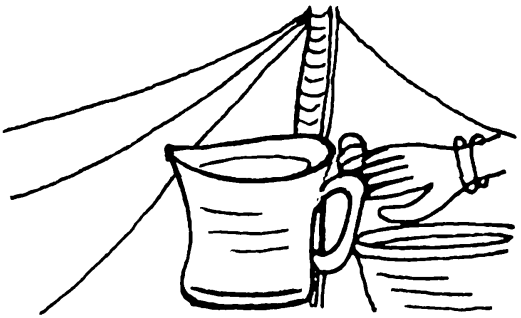
আরব মরুভূমি। গভীর রাত। চারদিকে সুনসান নিরবতা। প্রতিদিন শেষ রাতে ছেলেটির ঘুম ভেঙে যায়। দেখে, মা তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ছেন। ছেলেটিও বিছানা থেকে উঠে অজু করে মায়ের পাশে এসে জায়নামাজে দাঁড়ায়। মায়ের সঙ্গে নামাজ পড়ার সময় সে একটা ব্যাপার খেয়াল করে। মা নামাজ শেষে মুনাজাত করছেন, কেঁদে কেঁদে আল্লাহর কাছে দোয়া করছেন প্রতিবেশীদের কল্যাণের জন্য, তাদের গুনাহ মাফের জন্য। কিন্তু নিজেদের জন্য কিছুই চাচ্ছেন না! এভাবে কিছুদিন যাওয়ার পর ছেলেটি তার কৌতূহল দমিয়ে রাখতে পারল না। সে মাকে জিজ্ঞেস করল– মা, মুনাজাতের সময় আপনি শুধু পাড়া-প্রতিবেশীর মঙ্গল কামনা করেন। আপনার নিজের জন্য বা আমাদের কারো জন্য তো দোয়া করেন না!

স্নেহময়ী মা এবার ছেলেকে আদর করে বুকে টেনে নিয়ে বললেন, বাছা আমার! আমি কেন ওরকম করি, তুমি জেনে রেখো, প্রতিবেশীর হক আগে। প্রতিবেশীর মঙ্গল কামনা করলে, তাদের খোঁজখবর নিলে আল্লাহ খুব খুশি হন। তাই আমি তাদের জন্য দোয়া করি। তবে তোমাদের জন্যও দোয়া করি।

এই মহিয়সী মা কে জানেন? তিনি প্রিয় নবীজির অতি আদরের মেয়ে ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা। আর ছেলেটি হলেন তাঁরই আদরের সন্তান ইমাম হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু।

শিক্ষা : আমরাও আমাদের প্রতিবেশীদের ভালো চাইব। তাদের জন্য দোয়া করব। আমাদের বিপদে-আপদে তারাই তো সবার আগে ছুটে আসে।

শুধুই আল্লাহর ভয়



নিঝুম রাত। সারাদিনের খাটুনি শেষে মরুবাসী ঘুমে বিভোর। এমন সময় মদিনার অলি-গলিতে হেঁটে চলেছেন আমিরুল মুমিনীন হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু। কখনো আস্তে কখনো জোরে। প্রজারা কে কোথায় কিভাবে আছে, কার কি অসুবিধা, কে না খেয়ে বা রোগে-শোকে কাতরাচ্ছে, তারই খবর নিতে হেঁটে চলেছেন তিনি। এটা তাঁর প্রতিদিনের অভ্যাস। সারাদিন তিনি খেলাফতের গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত থাকেন। তবুও রাতের এই কাজটা তাঁর নিয়মিত রুটিনে পরিণত হয়ে গেছে।

মুসলিম জাহানের খলিফা হেঁটে চলেছেন মরুভূমির পথে-প্রান্তরে। এর মধ্যে হাঁটা হয়ে গেছে অনেক গলিপথ। একটি ছোট্ট ঘরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ কানে বাজল ফিস ফিস আওয়াজ। মনে হলো গোপন কথাবার্তা। যা অন্যে শুনলে সমস্যা হতে পারে। তিনি খুব সাবধানে ঘরের বেড়ায় কান পাতলেন। নারীকণ্ঠের আওয়াজ, মা মেয়েকে বলছে, 'কই রে, ভোর তো হয়ে যাচ্ছে, দুধে পানি মেশানোর কাজটা শেষ করলি না?'

একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে খলিফার ভ্রু উপরে উঠে গেল। চোখ বড় হয়ে উঠল। তাদের কথাবার্তা শোনার জন্য আরো ভালো করে কান পাতলেন। এরপর শুনলেন, মায়ের কথার জবাবে মেয়ে বলছে, কেন মা! তুমি জান না যে, উমরের রাজ্যে ফরমান জারি আছে, দুধে পানি মেশানো নিষেধ?

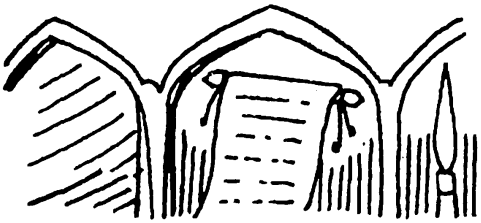
মা বললেন, উমর তো এখানে নেই, তিনি দেখবেন কী করে?
তখন ঈমানের আলো ছড়িয়ে মেয়েটি বলল– কেন মা, উমর না দেখুক, উমরের আল্লাহ তো দেখছেন!
মেয়েটির মুখে এমন জবাব শুনে হযরত উমর অবাক এবং খুশি দুটোই হলেন। তিনি আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করলেন। আল্লাহর জমিনে ঈমানের উপমা দেওয়ার মতো তাঁর বান্দা এখনো আছে! হযরত উমর সেদিনের মতো পরিদর্শন শেষ করে সোজা চলে এলেন নিজ ঘরে।

উমরের মনে বেহেশতি আনন্দের জোয়ার বইতে লাগল। এই আল্লাহভীরু মেয়েটিকে কিভাবে আপন করে নিজের কাছাকাছি আনা যায়, তা নিয়ে তিনি ভাবতে লাগলেন। হঠাৎ তাঁর ভাবনা শেষ করে ছেলে আসেমকে ডেকে পাঠালেন। এরপর প্রাণপ্রিয় ছেলেকে বললেন, 'প্রিয় ছেলে আমার, আমি চাই তুমি মদিনার সেই গলিতে গিয়ে ওই মেয়েটিকে দেখে এসো এবং আমাকে তোমার মতামত জানাও।'

পিতার আদেশ পালন করা হলো। এই মেয়েটিকে হযরত উমরের ছেলের বউ করে আনা হলো। তাঁদের দুইটি মেয়ে হলো। তাঁদের একজনের ঘরে জন্ম নিলেন হযরত উমর ইবনে আবদুল আজিজ, যিনি মুসলিম জাহানে 'দ্বিতীয় উমর' নামে পরিচিত। এই আল্লাহভীরু ভাগ্যবতী মেয়েটির নাম ছিল লায়লা কারিবা।

শিক্ষা : দেখলে তো বন্ধুরা! কেমন আল্লাহর ভয় ছিল মেয়েটির মনে! আমরাও সব সময় আল্লাহকে ভয় করে চলব এবং কখনো ভালোর সঙ্গে ভেজাল মেশাবো না।

খলিফা পরিবারে ঈদ



ইসলামের ইতিহাসে হযরত উমর ইবনে আবদুল আজিজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর নাম চিরদিন অমর হয়ে থাকবে। তিনি একজন বাদশাহ হলেও তাঁকে খোলাফায়ে রাশেদিনের মতো মনে করা হতো। তাঁর দেশ পরিচালনার সময় বায়তুল মাল থেকে তিনি মাত্র ষাট দিরহাম [টাকা] করে মাসিক বেতন নিতেন। তাই সংসার অনেক কষ্টে চলত।

এরই মধ্যে মুসলিম জাহানে আনন্দের সুখবার্তা নিয়ে হাজির হলো পবিত্র ঈদুল ফিতর। আগে থেকে সারাদেশে চলে ঈদের প্রস্তুতি। সাড়া পড়ে যায় ভালো খাবার আর নতুন পোশাক বেচাকেনার। খলিফার স্ত্রী ফাতেমাও স্বামীর কাছে এলেন একমাত্র সন্তানের জন্য নতুন জামা কিনে দেওয়ার প্রস্তাব নিয়ে। কিন্তু তিনি দেখলেন, চোখের পানিতে খলিফা মুখমণ্ডল ও বুক ভিজিয়ে ফেলেছেন। তিনি এক মনে কী যেন ভাবছেন।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলে খলিফা বললেন, 'ফাতেমা! আমি মুসলমান, আমি দেশের খাদেম। অভাবের কষ্টে যারা জর্জরিত, আগামী ঈদ উৎসবে যারা জামা-কাপড় পরতে পারবে না, তাদের প্রতি আমি কতটুকু দায়িত্ব পালন করতে পেরেছি–এই চিন্তায় আমি বিভোর। বিচারের দিনে যখন আমার কাছে এই বিষয়ে হিসাব চাওয়া হবে, তখন আমি চোখের পানি ছাড়া আল্লাহর দরবারে আর কী পেশ করতে পারব?'

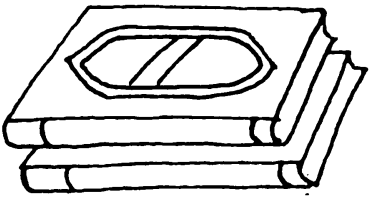
স্বামীর অবস্থা দেখে ফাতেমা তখন সন্তানের ঈদের কাপড়ের কথা বলতে পারলেন না। পরে এক সময় স্বামীকে বললেন, আপনার চলতি মাসের বেতনটা তুলে আমার হাতে দিন, আমি তা থেকে বাচ্চার জামা কেনা এবং ঈদের কেনাকাটায় সামান্য খরচ করব। এরপর উমর ইবনে আবদুল আজিজ তাঁর রমজান মাসের বেতনটা দিয়ে দেওয়ার জন্য সীলযুক্ত পে-অর্ডারে বায়তুল মালের প্রধানকে নির্দেশ দিলেন।

সেদিন ছিল সাতাইশে রমজান। মানে মাস শেষ হতে আরো তিনদিন বাকি। তাই পে-অর্ডারের খালি জায়গায় বায়তুল মাল প্রধান খলিফাকে পাল্টা লিখে পাঠালেন, 'আগে আপনি আগামী তিনদিন বেঁচে থেকে খেলাফতের দায়িত্ব পালনের নিশ্চয়তা দিন, তাহলে আপনার পুরো মাসের বেতন দেওয়া হবে'।

বায়তুল মাল প্রধানের কথায় খলিফার জ্ঞানের দরজা খুলে গেল। তিনি আল্লাহ তায়ালার কুদরতি পায়ে সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন। শেষ পর্যন্ত খলিফার ছেলেকে পুরাতন কাপড়েই ঈদ করতে হলো। তবুও পবিত্র রমজান মাসের রহমত, মাগফেরাত এবং নাজাত কামনায় আল্লাহর ভয়ের অপূর্ব আনন্দে খলিফা পরিবারে ঈদ পালিত হলো।

শিক্ষা : রাজ্যের খলিফা হয়েও কেমন সাদামাটা ভাবে ঈদ পালন করেছেন। আর বর্তমান সমাজে তো কান ফাটানো আওয়াজ এবং আলো ঝলমল পরিবেশে ঈদ উৎসব পালন করা হয়। তা কিন্তু নবীজি মোটেও পছন্দ করতেন না। আমাদের এর থেকে শিক্ষা নিতে হবে।

আশ্চর্য স্মরণ শক্তি



মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল বুখারি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। হাদিসের সেরা কিতাব বুখারি শরিফের সংকলক। আসল নাম মুহাম্মদ। তাঁর ছোট সময়ের কথা। তখনও ইমাম বুখারি নামে পরিচিত হননি। তিনি কাগজ-কলম ছাড়া ক্লাসে আসেন। উস্তাদের আলোচনা লিখেন না। আর এখনকার মতো বই-কিতাব তো ছিলই না।

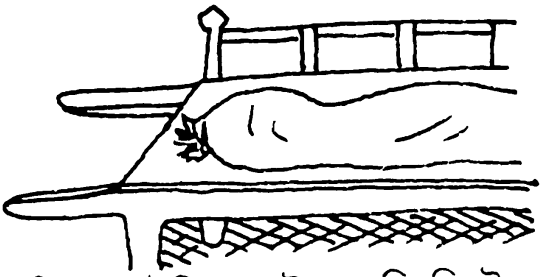
কাগজ-কলম ছাড়া ক্লাসে আসতে দেখে মুহাম্মদের সহপাঠী হামিদ ইবনে ইসমাইল বললেন, মুহাম্মদ! তুমি কাগজ-কলম নিয়ে ক্লাসে আসো না। উস্তাদের শিক্ষণীয় বিষয় কী করে তুমি মনে রাখবে?

তখন মুহাম্মদ উত্তর দিলেন, তবে শোনো বন্ধুরা! তোমাদের লেখার সঙ্গে আমার স্মরণ শক্তির প্রতিযোগিতা হোক।

বন্ধুরা মুহাম্মদের কথায় রাজি হলো। বন্ধুরা তাদের অনেক দিনের লেখা পনের হাজার হাদিসের খাতা সামনে রাখল। বালক মুহাম্মদ একটি একটি করে পনের হাজার হাদিস অনর্গল মুখস্থ বলে দিলেন। এই স্মরণ শক্তি দেখে বন্ধুরা আশ্চর্য হলো। বালক মুহাম্মদের মেধা ও স্মরণ শক্তির কাছে তারা হার মানল। মুহাম্মদের প্রতি তাদের ভক্তি ও শ্রদ্ধা অনেক অনেক বেড়ে গেল।

শিক্ষা : এমন স্মরণশক্তির অধিকারী ছিলেন বলেই তিনি 'বুখারি শরিফ' সংকলন করতে পেরেছিলেন! আমরা কখনো গুনাহ করব না, গুনাহ করলে স্মরণশক্তি কমে যায়।

মরার পরে হাসি

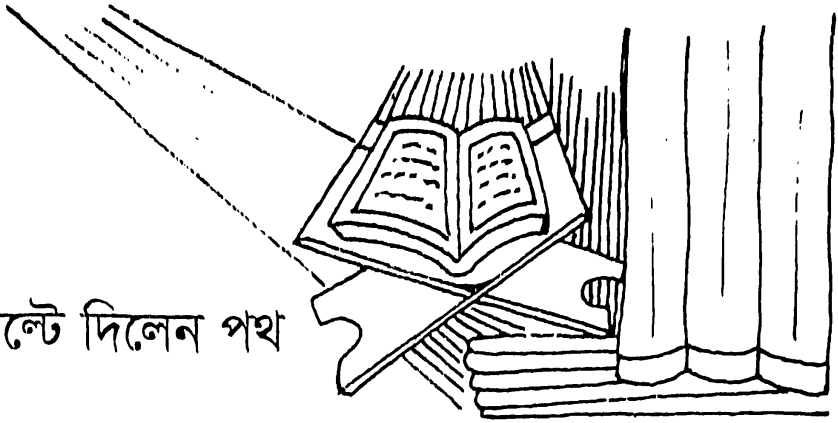


ইমাম মুসলিম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর উস্তাদ রিবয়ি ইবনে হিরাশ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। তিনি একদিন প্রতিজ্ঞা করে বললেন, 'যতক্ষণ পর্যন্ত আমি বেহেশতের সুসংবাদ না পাব, ততক্ষণ পর্যন্ত হাসব না।'

এরপর থেকে তিনি জীবনে কখনো হাসেননি। তবে তিনি মারা যাওয়ার পর হাসতে লাগলেন। উপস্থিত লোকজন তাঁর হাসি দেখে অবাক হলেন। তারা বলাবলি করতে লাগলেন, জীবনে যিনি কখনো হাসেননি, মারা যাওয়ার পর তিনি হাসছেন! এর কারণ কী?

তারা রিবয়ি ইবনে হিরাশ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর স্ত্রীকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন।
তাঁর স্ত্রী বললেন, আমার স্বামী প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, 'যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি বেহেশতের সুসংবাদ না পাবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত হাসবেন না।' মারা যাওয়ার পর নিশ্চয়ই তিনি সেই সুসংবাদ পেয়েছেন। তাই আজ তাঁর মুখে এই হাসি দেখা যাচ্ছে।

শিক্ষা : আসলে দুনিয়াটা হাসি-আনন্দের জায়গা নয়। এই দুনিয়াতে ভালো ভালো কাজের মাধ্যমে পরকালের সম্বল নিয়ে মরতে পারলে অনেক হাসি-আনন্দ করা যাবে। যেই হাসি-আনন্দের কোনো শেষ নেই।



পাল্টে দিলেন পথ

৭১৮ সাল। কুফা শহরের নামকরা আলেম ইমাম শা'বি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। তিনি সতের-আঠার বছরের একটি ছেলেকে প্রায়ই কোথাও যাওয়া-আসা করতে দেখেন। তিনি ভাবেন, এমন সুন্দর ছেলেটি কে? ছেলেটি যদি পড়াশোনা করত, হয়তো অনেক বড় হতে পারত। কোথায় যাওয়া-আসা করে প্রতিদিন...?

একদিন ছেলেটি ইমাম শা'বির বাড়ির পাশ দিয়ে বাজারে যাচ্ছে। শা'বির সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল। শা'বি ছেলেটির দিকে তাকিয়ে দেখলেন কিছুক্ষণ। ছেলেটির চোখে মুখে বুদ্ধি আর প্রতিভার ছাপ। শা'বি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোথায় যাচ্ছো খোকা?

ছেলেটি বলল, বাজারে যাচ্ছি।

শা'বি জানতে চাইলেন, সেখানে কী করো তুমি?

ছেলেটি বলল, ব্যবসা করি। আমাদের কাপড়ের ব্যবসা আছে। ব্যবসা-বাণিজ্য করে আমি বড় সওদাগর হবো। সওদাগরি করলে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াতে পারব।

শা'বি বললেন, তুমি কি লেখাপড়া করো না? কোনো জ্ঞানী লোকের কাছে যাওয়া-আসা করো না?

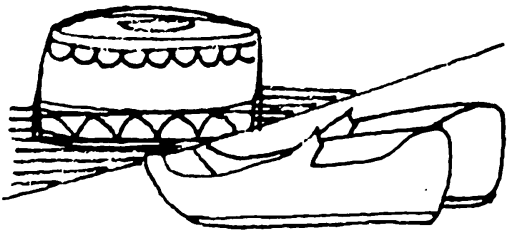
ছেলেটি বলল– না, আমি জ্ঞানী-গুণীদের কাছে যাই না। তাঁদের কাছে যাওয়ার দরকার-ইবা কী? তাছাড়া আমার আব্বার ইচ্ছা আমি ব্যবসায়ী হবো।

ছেলেটির কথা শুনে শা'বি হাসলেন। এরপর বললেন, ব্যবসা করে টাকা কামাই করা যায়। কিন্তু বড় হওয়া যায় না। জ্ঞান ছাড়া কেউ আসল বড় হতে পারে না। ব্যবসা-বাণিজ্য সব সময়ই করতে পারবে। তোমার এখন লেখাপড়া করার সময়। জ্ঞানী-গুণীদের কাছে তোমার যাওয়া উচিত। আল্লাহ তায়ালা তোমাদের দ্বারা দুনিয়ার বুকে অনেক উপকার করাবেন। বাজারে যাচ্ছো যাও। যেতে যেতে আমার কথাগুলো ভেবে দেখো। আমি দোয়া করি, তুমি অনেক বড় হবে।

ছেলেটি বাজারে যেতে যেতে ভাবতে লাগল, সত্যিই তো! জ্ঞান অর্জন করা ছাড়া মানুষ বড় হতে পারে না। জ্ঞানেই মানুষ বড় হয়। জ্ঞান অর্জন করা ছাড়া আল্লাহ ও রাসুলকে চেনা যায় না। তখন থেকেই সে লেখাপড়ার দিকে মন দিল। তার পিতাও ছেলের আগ্রহ দেখে আর বাঁধা দিলেন না। নীরবে সম্মতি দিলেন। তখন থেকে শহরের বড় বড় জ্ঞানীদের কাছে যাওয়া শুরু হলো। জ্ঞান সাধনায় তার সময় কাটতে লাগল। তিনিই এক সময় হয়ে উঠলেন যুগের ইমাম আযম আবু হানিফা নুমান ইবনে সাবিত রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

শিক্ষা : দেখলে তো বন্ধুরা! ইমাম শা'বি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একটি ছেলেকে পথ পাল্টে কুরআন-হাদিসের পথ ধরিয়ে দিলেন! আর তিনি হয়ে উঠলেন জগতের সেরা ইমাম। আমরাও মানুষকে কুরআন-হাদিসের পথ দেখাব। মানুষকে ইসলামের দিকে ডাকব।

জুতার তৈরি টুপি!



একটা ছেলে গ্রামের মকতবে পড়তে যায়। তারা খুব গরিব। একজোড়া জুতা কেনার পয়সাও তাদের নেই। গরিব হলে কী হবে, এই ছেলেটিই সবচেয়ে মেধাবী। কনকনে শীতের মধ্যে প্রতিদিন সকালে সে খালি পায়ে মকতবে আসে। একদিন শিক্ষকের চোখে পড়ল ব্যাপারটা। তাঁর মনে খুব কষ্ট লাগল। শিক্ষক তাকে ডেকে বললেন, আমার ঘরে গিয়ে দেখো, খাটের নিচে একজোড়া কাপড়ের জুতা আছে, সেটা তুমি নিয়ে এসো।

ছাত্রটি শিক্ষকের আদেশ পালন করল। জুতা নিয়ে আসার পর শিক্ষক দুই আনা পয়সা বের করে তাকে দিয়ে বললেন– যাও, বাজারে গিয়ে জুতাজোড়া সেলাই করবে এবং আগামীকাল থেকে এই জুতা পরে মকতবে আসবে, কেমন?
ছেলেটি বলল, ঠিক আছে হুজুর।
এই বলে সে বাজারে রওনা দিল। হাঁটতে হাঁটতে সে ভাবল, এই জুতা তো আমার উস্তাদজি ব্যবহার করেছেন। তা আমার পায়ে লাগানো ঠিক হবে না। উস্তাদের সঙ্গে বেয়াদবি হবে...।

এসব ভাবতে ভাবতে সে বাজারে গেল। বাজার থেকে সে কিছু সোডা কিনল। এরপর বাড়িতে গিয়ে গরম পানির মধ্যে সোডা মেশালো এবং এর মধ্যে ওই কাপড়ের জুতাজোড়া ছেড়ে দিল। একটু পরেই জুতা থেকে সব কাপড় খসে আলাদা হয়ে গেল। সে এই কাপড় দিয়ে দর্জির কাছ থেকে একটি টুপি বানিয়ে আনল।

পরদিন সকালে ওই টুপি মাথায় দিয়ে সে মকতবে রওনা হলো। শিক্ষক পথের দিকে তাকিয়ে আছেন, কখন প্রিয় ছাত্র আসবে। এক সময় ছাত্র এলো। শিক্ষক পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখেন, তার পায়ে জুতা নেই। সেই আগের মতোই খালি পা। তখন তিনি রাগ করে ঘরে গিয়ে দরজা লাগিয়ে শুয়ে পড়লেন।

ছাত্রটি বুঝতে পেরে শিক্ষকের দরজায় গিয়ে বিনয়ের সঙ্গে বলল, হুজুর! একটু দরজা খুলুন। আপনার সঙ্গে একটু কথা বলব।

শিক্ষক দরজা খুললে সে ভেতরে গেল। শিক্ষক দেখলেন সে কাঁদছে। তিনি রাগের সুরেই বললেন, কী হয়েছে?

সে কাঁদতে কাঁদতে বলল, আমি ভাবলাম, আমার উস্তাদ এই জুতা ব্যবহার করেছেন। ছাত্র হয়ে আমি কিভাবে তা আমার পায়ে লাগাব? তাই জুতার কাপড় দিয়ে টুপি বানিয়েছি।

মুহূর্তেই শিক্ষকের রাগ পানি হয়ে গেল। ঘরজুড়ে খুশিরা খেলা করতে লাগল। শিক্ষক বললেন, তুমি যে এতখানি ভেবেছ, তা আমি জানতাম না। তিনি তাকে বুকে টেনে নিলেন। শিক্ষকের চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে লাগল। আল্লাহর কাছে তিনি দোয়া করলেন, 'হে আল্লাহ! আমার ছাত্রকে আপনি ভবিষ্যতের বড় ইমাম বানিয়ে দিন। সে আমাকে যেমন সম্মান দিয়েছে, আপনি তাকে এর চেয়ে বেশি সম্মান দান করুন।'

আল্লাহ দরবারে শিক্ষকের দোয়া কবুল হয়ে গেল। সেই ছাত্রই হলেন জগতের সেরা ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

শিক্ষা : দেখলে তো বন্ধুরা! কিভাবে শিক্ষকের সম্মান করলেন! এজন্যই তিনি এতো বড় ইমাম হতে পেরেছেন। আমরাও সব সময় আমাদের গুরুজনকে সম্মান করে তাঁদের খুশি রাখব।

হারাম হওয়ার ভয়ে

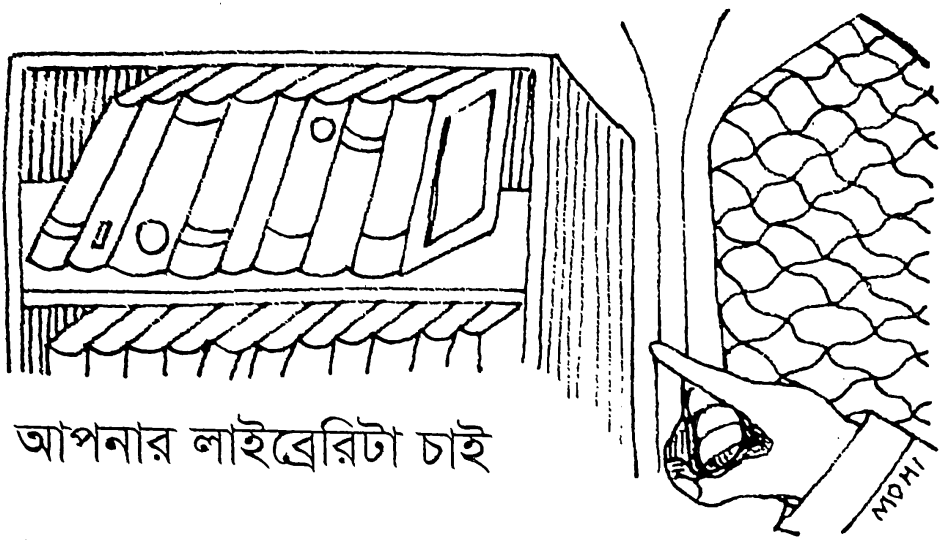
ইমাম আবু হানিফা নুমান ইবনে সাবিত রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর নাম প্রতিটি মুসলমানের মুখে মুখে। তিনি এক সময় কাপড়ের ব্যবসা করতেন। একবার ইমাম আবু হানিফা এবং বসরার হাফস বিন আবদুর রহমান নামের এক ব্যবসায়ীর মধ্যে ব্যবসার চুক্তি হলো। আবু হানিফা বিক্রি করার জন্য তার কাছে ৭০ গজ রেশমি কাপড় পাঠালেন। পাঠানোর সময় বলে দিলেন, এই কাপড়গুলোর মধ্যে একটি খারাপ কাপড় আছে এবং সেটা এই রঙের কাপড়টি। কাপড় বিক্রি করার সময় ক্রেতার কাছে কাপড়ের সমস্যার কথা বলে দেবেন...।

ব্যবসায়ী খারাপ কাপড়টি ত্রিশ হাজার দিরহামে বিক্রি করলেন। তিনি কাপড় বেচার দাম নিয়ে ইমাম সাহেবের কাছে এলেন। আবু হানিফা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, বিক্রির সময় ওই কাপড়টির সমস্যার কথা বলা হয়েছে কি?

ব্যবসায়ী বললেন, হুজুর! বেচাকেনার ঝামেলায় সমস্যার কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম।

এরমধ্যে ভালো-মন্দ সব কাপড়ের মূল্য একসঙ্গে মিশে গেছে। তখন আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি শুধু ওই খারাপ কাপড়ের মূল্য নয়, হারামের সন্দেহ থেকে বাঁচার জন্য সব কাপড়ের মূল্যই আল্লাহর রাস্তায় দান করে দিলেন।

শিক্ষা : নামাজ রোজা কবুল হওয়ার জন্য হালাল জিনিস ভোগ করতে হয়। তাই আমরা হালাল জিনিস গ্রহণ করব এবং হারাম থেকে বেঁচে থাকব।



আপনার লাইব্রেরিটা চাই

চিকিৎসা বিজ্ঞানী ইবনে সিনা। পুরো নাম আবু আলী ইবনে সিনা। মাত্র ষোল বছর বয়সে তিনি নামকরা চিকিৎসক হয়ে ওঠেন। দেশ-বিদেশ থেকে অনেক চিকিৎসক তাঁর কাছে চিকিৎসার জ্ঞান ও তাঁর আবিস্কার করা চিকিৎসার নিয়ম-পদ্ধতি শিখতে আসেন .

একবার বুখারার বাদশাহর এক কঠিন রোগ হলো। দেশ-বিদেশের নামকরা হেকিমদেরকে ডাকলেন তিনি। তাঁরা বাদশাহর চিকিৎসা করলেন। কিন্তু রোগ ভালো হলো না। দিনে দিনে বাদশাহর অবস্থা আরো খারাপ হলো। অবশেষে বাদশাহর লোকেরা ইবনে সিনাকে ডেকে আনলেন। তিনি বাদশাহকে ভালোভাবে পরীক্ষা করে বললেন– চিন্তার কোনো কারণ নেই, বাদশাহর রোগ ভালো হবে।

বাদশাহর লোকেরা তাঁর কথা বিশ্বাস করতে পারল না। কিন্তু ইবনে সিনা ঔষধ দিলেন এবং বাদশাহ অল্প সময়ের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠলেন। এই ঘটনার পর সবাই তাঁর সুনাম করতে লাগল।

বাদশাহর কাছেও তাঁর অনেক কদর বাড়ল। বাদশাহ তাঁকে অনেক খাতির-যত্ন করলেন। তিনি ইবনে সিনাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনাকে কী দিলে আপনি খুশি হবেন? যা চাইবেন তাই আপনাকে দেওয়া হবে।

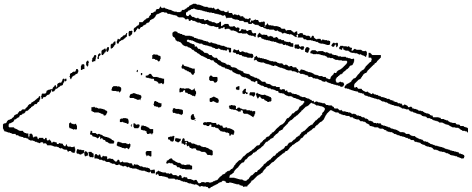
ইবনে সিনা ইচ্ছা করলেই বাদশাহর কাছে উচ্চ রাজপদে চাকরি চাইতে পারতেন, ধন-সম্পদ পেতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা করলেন না। এসবের প্রতি তাঁর লোভ নেই। তিনি ছিলেন জ্ঞান সাধক। জ্ঞানচর্চা করাই তাঁর আসল কাজ। তাই তিনি বললেন, জাঁহাপনা! আমি আপনার লাইব্রেরিটা চাই। রাজ-দরবারের লাইব্রেরিতে বসে পড়াশোনা করার অনুমতি চাই। অন্য কোনো কিছু আমার প্রয়োজন নেই।

তাঁর চাওয়া দেখে বাদশাহ অবাক হলেন। বাদশাহ তাঁর কথায় খুশি হয়ে বললেন, আজ থেকে রাজ-দরবারের লাইব্রেরি আপনার জন্য সব সময় খোলা থাকবে।

লাইব্রেরিতে প্রবেশ করে ইবনে সিনা দেখলেন, সেখানে জ্ঞানের অনেক অনেক বই। তাঁর মন খুশিতে ভরে উঠল। তিনি এতো খুশি হলেন যে, দুনিয়ার ধন-সম্পদে ভরে দিলেও তিনি এতো খুশি হতেন না।

শিক্ষা : দেখলে তো বন্ধুরা! ইবনে সিনা পুরস্কার হিসেবে বাদশাহর কাছে দুনিয়ার কোনো ধন-সম্পদ চাইলেন না। চাইলেন রাজ-দরবারের লাইব্রেরিতে পড়াশোনা করার অনুমতি। পড়াশোনার প্রতি এতোই আগ্রহী ছিলেন তিনি! বড় হতে হলে অনেক মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করতে হবে।

জ্ঞান অর্জনের জিদ



ইমাম গাজালি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একজন বড় মাপের দার্শনিক ছিলেন। পুরো নাম আবু হামিদ মুহাম্মদ আল গাজালি। সবেমাত্র তাঁর আঠার বছর বয়স। উচ্চশিক্ষার জন্য তিনি পায়ে হেঁটে পারস্যের খোরাসান থেকে জুরজান প্রদেশে হাজির হলেন। তখন শিক্ষক ক্লাসে যা পড়াতেন ছাত্ররা তা গুরুত্ব দিয়ে লিখে রাখত। এই খাতাকে আমরা 'নোট খাতা' বলি।

একদিন জুরজান থেকে বাড়ি ফেরার পথে বালক গাজালিকে ডাকাত দল আক্রমণ করল। ডাকাতরা দেহ তল্লাশি করে তাঁর কাছ থেকে সব কেড়ে নিল। ডাকাতরা তাঁর নোট খাতাগুলোও নিয়ে নিল। গাজালি এতে খুবই কষ্ট পেলেন, কিন্তু ভয় পেলেন না। কিছুক্ষণ পর সাহস করে তিনি ডাকাত সরদারের কাছে নোট খাতাগুলো ফেরত চাইলেন।

ডাকাত সরদার তাচ্ছিল্য করে বলল– ওহ্, তোমার বিদ্যা তো আমার হাতে! তুমি তো এখন বিদ্যাহীন। বিদ্যা বই-খাতায় রেখেও বিদ্বান হওয়া যায় নাকি? যাও, নোট খাতা নিয়ে যাও।

গাজালি ডাকাত সরদারের কথায় কষ্ট ও লজ্জা পেলেন। তাঁর একটি জিদ পেয়ে বসল। বাড়ি ফিরে রাতদিন পড়াশোনার কাজে সময় দিতে লাগলেন। অবশেষে তিন বছরের মধ্যে তিনি সব নোটখাতা মুখস্থ করে ফেললেন।

শিক্ষা : এভাবে জিদ করে পড়াশোনা করেছিলেন বলেই তিনি জগতের সেরা দার্শনিক হতে পেরেছিলেন। আমরাও অনেক পড়াশোনা করে তাঁদের মতো বড় হবো।

সাহসের ভালোবাসা



তুর্কিস্তানের বাদশাহ ছিলেন তৈমুর লঙ। তুর্কিস্তান ছিল মুসলমানদের একটি স্বাধীন দেশ। দেশের পর দেশ জয় করে বাদশাহ তৈমুর তাঁর রাজ্যের সীমানা বাড়াতে থাকেন। ভারত থেকে তুরস্ক পর্যন্ত প্রায় সব কয়টি দেশই তিনি জয় করেন।
৮০২ হিজরিতে তৈমুর লঙ সিরিয়া আক্রমণ করে বসেন। মিশরের বাদশাহ তখন দেশটি শাসন করতেন। তাই তৈমুরকে বাঁধা দেওয়ার জন্য বাদশাহ সৈন্যসামন্ত নিয়ে সিরিয়ার দিকে এগিয়ে গেলেন। তখন নামকরা ঐতিহাসিক ইবনে খালদুন ছিলেন মিশরে। পুরো নাম আবু জায়েদ ওয়ালিউদ্দিন ইবনে খালদুন। উত্তর আফ্রিকার তিউনিস শহরে তাঁর জন্ম। বাদশাহ তাঁকেও সঙ্গে নিয়ে নিলেন।

মিশরের বাদশাহর সৈন্যদল সিরিয়া পৌঁছতে বেশ কয়েকদিন সময় লেগে গেল। এরই মধ্যে তৈমুর লঙ সিরিয়া দখল করে ফেললেন। মিশরের বাদশাহ সৈন্যদল নিয়ে হাজির হলেন সত্যি, কিন্তু যুদ্ধ করার মতো সাহস আর হলো না। তৈমুর ছিলেন সাহসী বাদশাহ। সারা দুনিয়ার রাজা-বাদশাহরা তাঁকে ভয় পায়। ইবনে খালদুন মিশরের বাদশাহকে বললেন, আমাদের সৈন্যবাহিনী কম, শক্তিও কম। যুদ্ধ করে ক্ষতিই বেশি হবে। তাই তিনি তৈমুরের সঙ্গে আপোষ করার জন্য বাদশাহকে বললেন।
বাদশাহ ইবনে খালদুনের কথায় রাজি হলেন; কিন্তু আপোষের কথা নিয়ে তৈমুর লঙের সামনে যাবেন কে? কার এতো বড় সাহস তৈমুরের সামনে গিয়ে কথা বলবে? বাদশাহ ভাবলেন,

ইবনে খালদুনই এই কাজের উপযুক্ত লোক। কারণ তিনি খুবই সাহসী। সত্য কথা বলতে ভয় পান না। আর কাউকে দিয়ে এই কাজ হবে না। কেউ সাহস করবে না।

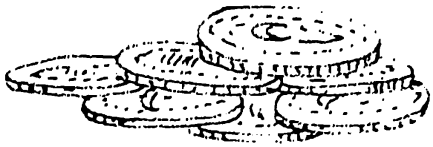
বাদশাহর কথায় ইবনে খালদুন রাজি হলেন। তৈমুর লঙকে সংবাদ দেওয়া হলো, মিশরের বাদশাহর পক্ষ থেকে একজন লোক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান। তৈমুর অনুমতি দিলেন। সৈন্যরা পাহারা দিয়ে ইবনে খালদুনকে তৈমুরের তাঁবুতে নিয়ে গেল। তৈমুরকে সালাম জানালেন ইবনে খালদুন। তৈমুর লঙ ইবনে খালদুনকে ভালো করে দেখলেন এবং জানতে চাইলেন, তিনি কী বলতে চান।

ইবনে খালদুন তৈমুরের সঙ্গে সম্মান দিয়ে কথাবার্তা শুরু করলেন। ইবনে খালদুন বললেন, আপনি যদি এখানকার লোকদের জানমালের নিরাপত্তা দেন, তাহলে তারা যুদ্ধ করবেন না। আপনি যদি আর কোনো রাজ্য আক্রমণ না করেন, তাহলে মিশরের বাদশাহ আপনাকে সিরিয়া ছেড়ে দিয়ে আপনার সঙ্গে আপোষ করতেও রাজি আছেন। বাদশাহ শান্তি চান।

ইবনে খালদুনের সাহস ও জ্ঞানবুদ্ধি দেখে তৈমুর লঙ অবাক হলেন। তিনি ইবনে খালদুনের সব কথা মেনে নিলেন এবং তাঁকে সম্মান ও ভালোবাসা দিয়ে বিদায় দিলেন। সিরিয়ার লোকেরা আবার তাদের স্বাভাবিক জীবন শুরু করল। ইবনে খালদুন তাদের কাছ থেকে প্রচুর ভালোবাসা পেলেন।

শিক্ষা : জ্ঞান এবং সাহস মিশিয়ে মনের কথা বলতে পারলে প্রায় সময়ই এর সুফল পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক ইবনে খালদুন এর প্রমাণ।

সত্য মুক্তি দেয়



হযরত আবদুল কাদের জিলানি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তখন ছোট। ইলমে দীন শেখার জন্য একটি কাফেলার সঙ্গে বাগদাদ যাবেন। বাগদাদের প্রসিদ্ধ নিজামিয়া মাদরাসায় ভর্তি হবেন। যাওয়ার সময় তাঁর মা জামার আস্তিনের ভেতর চল্লিশটি সোনার মহর দিয়ে বললেন, প্রিয় ছেলে! কখনো মিথ্যা কথা বলবে না, সব সময় সত্য কথা বলবে।

পথিমধ্যে তাদের কাফেলাকে ডাকাতের দল হামলা করল এবং সবার কাছ থেকে সবকিছু ছিনিয়ে নিল। এক ডাকাত আবদুল কাদের জিলানিকে জিজ্ঞেস করল, তোমার কাছে কী আছে?

আবদুল কাদের বললেন, আমার জামার আস্তিনের ভেতর চল্লিশটি সোনার মহর লুকানো রয়েছে।

ডাকাত দল তাঁর আস্তিনের ভেতর সত্যিই সোনার মহর পেল।

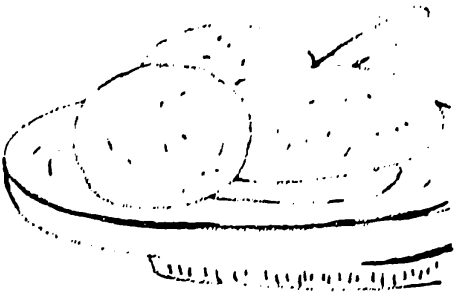
ডাকাতদের সরদার বলল, তুমি সত্য কথা বলতে গেলে কেন?

আবদুল কাদের বললেন, বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় আমার মা মিথ্যা কথা বলতে নিষেধ করেছেন। আমি মায়ের নির্দেশ কিভাবে অমান্য করতে পারি?

ডাকাত দল বালক আবদুল কাদেরের কথায় আদর্শের শিক্ষা পেয়ে গেল। তারা আর কখনো ডাকাতি করবে না বলে প্রতিজ্ঞা করল এবং সবার জিনিসপত্র ফিরিয়ে দিল।

শিক্ষা : দেখলে তো বন্ধুরা! সত্য মানুষকে কিভাবে মুক্তি দেয়? তাই এসো, আজ থেকে আমরা প্রতিজ্ঞা করি, জীবনে কখনো মিথ্যা বলব না। সব সময় সত্য কথা বলব।

স্নেহের অনন্য উপমা



আবদুল কাদের জিলানি রাহমাতুল্লহি আলাইহি তখন পূর্ণ বয়স্ক। একবার তিনি কোনো কাজে কোথাও যাচ্ছিলেন। কতগুলো শিশু তখন রাস্তার উপর খেলাধুলা করছিল। হঠাৎ একটি শিশু দৌড়ে এসে তাঁকে বলল, আমাকে কিছু মিষ্টি কিনে দিন।

আবদুল কাদের জিলানি হাসি মুখে শিশুটির আবদার রক্ষা করলেন। তখনই তাকে মিষ্টি কিনে দিলেন।

তাই দেখে অন্য শিশুরাও তাঁর কাছে মিষ্টি চাইতে লাগল। তারা বলতে লাগল, তাকে মিষ্টি দিয়েছেন, আমাদেরকেও দিতে হবে।

আবদুল কাদের জিলানি বিন্দুমাত্র রাগ করলেন না। তিনি হাসি মুখে এক এক করে সবাইকে মিষ্টি কিনে দিলেন।

আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা, 'যে ব্যক্তি বড়দের সম্মান করে না এবং ছোটদের স্নেহ করে না, সে আমার উম্মত নয়।' আবদুল কাদের জিলানি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই শিক্ষা অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন।

শিক্ষা : বড়দের সম্মান করা এবং ছোটদের স্নেহ করা আমাদের প্রিয় নবীজির আদেশ। আবদুল কাদের জিলানি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর মতো নবীজির আদেশ পালন করে আমরা তাঁর খাঁটি উম্মত হবো।

চার হাত জমি

বাদশাহ হারুনুর রশিদের সময় বাহলুল নামে একজন জ্ঞানী দরবেশ ছিলেন। দরবেশ বাহলুল কবরস্থানে চলাফের করতে পছন্দ করতেন। তিনি সব সময় বলতেন, 'এখানকার মানুষেরা ভালো বন্ধু। কারণ, তারা মানুষের নিন্দা করে না।'

তিনি একদিন কবরস্থানের এক কোণে বসে একটি লম্বা লাঠি নিয়ে ছড়ানো-ছিটানো কিছু পুরাতন মাথার খুলি পরীক্ষা করছিলেন। খলিফা হারুনুর রশিদ ওই পথে যাওয়ার সময় তাকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, ওহে বাহলুল! তুমি এখানে কী করছো?

বাহলুল বললেন, তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু করছি না। মাথার খুলিগুলো রাজার না প্রজার তা বোঝার চেষ্টা করছি। কিন্তু এগুলো দেখছি সব একই রকম।

খলিফা জানতে চাইলেন, তাহলে লাঠিটা কিসের জন্য?

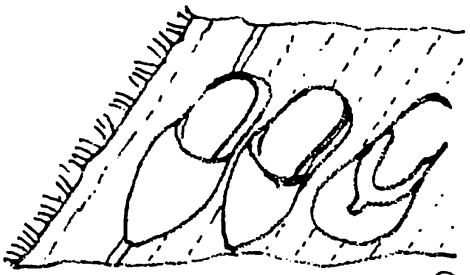
বাহলুল উত্তর দিলেন, তারা কে কতটুকু জমি পেল, লাঠিটা দিয়ে তা মেপে দেখছি।

খলিফা বললেন, জমি মেপে তুমি কী ফল পেলে?

বাহলুল উত্তর দিলেন, ওহে খলিফা! ফলাফল সমান এবং একই রকম। গরিব হওয়ার পরও আমার জন্য যেমন চার হাত জমি, এতো ধন-সম্পদ সোনাদানা থাকার পরও আপনার জন্যও সেই চার হাত জমিই।

শিক্ষা : মরার পর কবরে ধনী-গরিব, রাজা-প্রজা সবাই সমান জায়গা পাবে। সবাইকে এক অবস্থায়ই দাফন করা হবে। তাই দুনিয়াতে বাবা-ভাইয়ের টাকা-পয়সা নিয়ে বড়াই করা ভালো কাজ নয়।

আশ্চর্য বিনয়ী



আমাদের আকাবির হযরত মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কুরআন-হাদিসের ছাত্রদের খুবই আদর ও সম্মান করতেন।

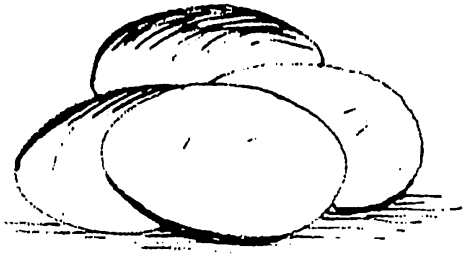
একবার তিনি মসজিদের আঙিনায় বসে সবক পড়াচ্ছেন। হঠাৎ শুরু হলো প্রবল বৃষ্টি। ছাত্ররা তাদের কিতাবাদি ভিজে যাওয়া থেকে রক্ষা করতে নিজেদের রুমে চলে গেল। তখন হযরত গাঙ্গুহি তাঁর রুমাল মাটিতে বিছিয়ে ছাত্রদের জুতাগুলো এতে রাখতে শুরু করলেন। তারপর রুমাল দিয়ে পেঁচিয়ে জুতাগুলো মাথায় তুলে মাদরাসার ভেতরে চলে এলেন।

এই দৃশ্য দেখে ছাত্রদের মধ্যে চরম অস্থিরতা এবং শোরগোল শুরু হলো। তারা বলতে লাগল, হুজুর আপনি এটা কী করছেন! আমরাই তো আমাদের জুতা তুলে আনব।

হযরত গাঙ্গুহি বললেন, যারা আল্লাহর কালাম ও রাসুলের হাদিস পড়েন, রশিদ আহমদ যদি তাদের জুতাও ওঠাতে না পারে তাহলে সে আর কী কাজ করবে?

শিক্ষা : এতেই বোঝা যায়, তালিবে ইলমদের সম্মান কত বেশি! সবারই উচিত, ইলম শেখার কাজে সারাটা জীবন ব্যয় করা। তাহলে আমরা তালিবে ইলমের সম্মান নিয়ে মরতে পারব। আর আমাদের কিন্তু ভালোভাবে বুঝে কুরআন-হাদিস পড়তে হবে, বুঝেছো বন্ধুরা!

ডিমের হাদিয়া



আল্লামা শামছুল হক ফরিদপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। তিনি 'মুজাহিদে আযম' ও 'সদর সাহেব' নামে বেশি পরিচিত। এক লোক তাঁর কাছে একহালি ডিম এনে হাদিয়া দিলেন। হযরত ফরিদপুরী তাঁর খাদেমকে ডিমগুলো রেখে দিতে বললেন। এরপর লোকটি হযরত ফরিদপুরীর কাছে দোয়ার জন্য আবেদন করলেন। ফরিদপুরী বললেন– বাবা, তোমার জন্য দোয়া হবে, তুমি চলে যাও।

লোকটি এতে মন খারাপ করল। হযরত ফরিদপুরী খাদেমকে ডিমগুলো ফিরিয়ে দিতে বললেন। খাদেম ডিমগুলো ফিরিয়ে দিলেন।

এরপর ফরিদপুরী লোকটিকে বললেন, এখানে ডিমের বদলে দোয়া বিক্রি হয় না। আপনি আজ ডিম দিয়ে দোয়া চাচ্ছেন। হয়তো আপনার এই অবস্থা দেখে কাল আরেকজন মুরগি নিয়ে আসবে। এরপর কেউ ছাগল, কেউ গরু, এভাবে এখানে দরবার গেড়ে বসবে। এতে করে গুনাহের কাজ চালু হতে পারে। তাই আপনি দয়া করে ডিম নিয়ে চলে যান।

শিক্ষা : সত্যিকারের উলামায়ে কেরাম এমনই হয়ে থাকেন। তাঁরা কোনো কিছুর বিনিময়ে দোয়া করেন না। ইসলামের ক্ষতি হওয়ার মতো কোনো কাজ করেন না। আমরাও এর থেকে শিক্ষা নেব।

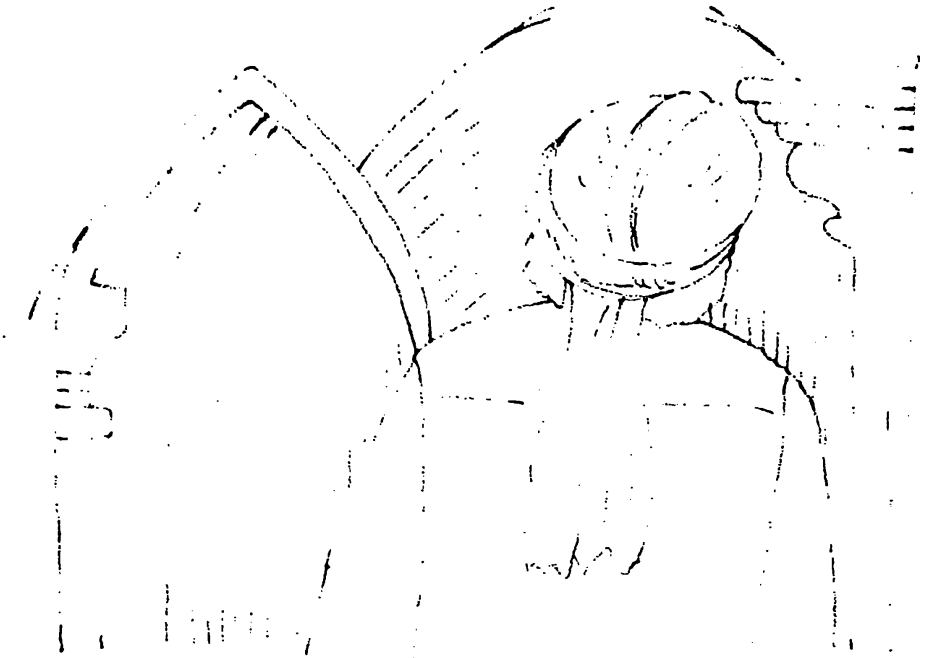
দুনিয়াটা আমাদের দোজখ

ইবনে হাজার আসকালানি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তখন মিশরের প্রধান বিচারপতি। একদিন তিনি কায়রো শহরের একটি পথ দিয়ে যাচ্ছেন। পথের পাশে এক ইহুদির তেলের মিল। ক্লান্ত শরীর নিয়ে তিনি তেলের মিলে কাজ করছেন। প্রধান বিচারপতিকে যেতে দেখে ইহুদি লোকটি এগিয়ে এলেন। তিনি বিচারপতিকে বললেন, আমার একটি প্রশ্ন ছিল। তা হলো, আপনাদের নবী কি সত্যই বলেছেন, 'এই পৃথিবী মুমিনদের জন্য দোজখ আর কাফেরদের জন্য বেহেশত?'

ইবনে হাজার আসকালানি বললেন– হ্যাঁ, তিনি ঠিকই বলেছেন । ইহুদি লোকটি বলল, সেটা যদি হয়, আপনি আমাকে বলুন, আপনি কোন দোজখে আছেন এবং আমি কোন বেহেশতে আছি? ইবনে হাজার আসকালানী বললেন, আল্লাহ তায়ালা মুমিন-বিশ্বাসীদের জন্য বেহেশতে যে নেয়ামতরাজি, অফুরন্ত সুখ-শান্তি রেখেছেন তার তুলনায় এই জীবন অনেক দুখের, দোজখের মতো। আর কাফেরদের জন্য যে ভয়াবহ শাস্তি, ভয় এবং কষ্টের জীবন দোজখে রয়েছে তার তুলনায় এই পৃথিবী তাদের জন্য বেহেশতের মতো।

ইবনে হাজার আসকালানির জবাব শুনে সঙ্গে সঙ্গে ইহুদি লোকটি বলল, আমি আজই ইসলাম গ্রহণ করব, আমাকে ইসলামের শান্তিময় ছায়ায় আশ্রয় দিন।

শিক্ষা : আমাদেরও ভালো করে কুরআন-হাদিস জানতে হবে। ইসলামি জ্ঞান অর্জন করতে হবে। তাহলে আমরা মানুষের যেকোনো প্রশ্নের জবাব দিতে পারব।



চোর থেকে ওলি

এক দেশে এক বাদশাহ ছিলেন। তার ছিল এক অনেক সুন্দরী মেয়ে। এক চোর সেই মেয়েকে ভালোবাসত। তার প্রেমে পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু তাকে পাওয়া বড় কঠিন ব্যাপার ছিল। ঘটনাক্রমে একদিন সে চুরি করার জন্য রাজপ্রাসাদে ঢুকল। তখন বাদশাহ এবং বেগম তাদের মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে কথাবার্তা বলছিলেন। বাদশাহ বললেন, 'আমাদের মেয়ের বিয়ে দেব আল্লাহওয়ালা পরহেজগার লোকের সঙ্গে।'

চোর এই কথা শুনে চুরি করা ভুলে গেল এবং বাদশাহর কথাকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করল। তার প্রিয়তমাকে পাওয়ার সঠিক উপায় জেনে গেছে। এখন আল্লাহওয়ালার বেশ ধরাই ভালো। সে রাজপ্রাসাদ থেকে বের হয়ে এক মসজিদে গিয়ে অবস্থান করল

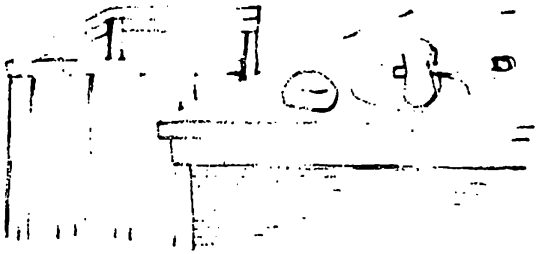
এবং রাতদিন আল্লাহর ইবাদতে মশগুল হয়ে পড়ল। কিছুদিনের মধ্যেই তার খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল যে, এই এলাকায় একজন বড় দরবেশ এসেছে।

বাদশাহ তার শাহজাদির বিয়ের পাত্র খোঁজার জন্য আগেই লোক লাগিয়ে রেখেছিলেন। বাদশাহর হুকুম বলে কথা। পরহেজগার পাত্রের সন্ধানে লোকজন চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। অনেক খোঁজাখুঁজির পর জানা গেল, অমুক মসজিদে এমন এক আল্লাহওয়ালা আছেন, যার চেয়ে অধিক মুত্তাকী পরহেজগার সারাদেশে আর একজনও নেই।

শেষ পর্যন্ত বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে বাদশাহর দূত তার কাছেই গিয়ে হাজির হলো। কিন্তু চোরের কাজ ততদিনে সারা হয়ে গেছে। আল্লাহর ইবাদতের শান্তিতে তার অন্তর ভরপুর হয়ে উঠেছে। সে সত্যি সত্যি আল্লাহওয়ালা হয়ে গেল। এখন রাজকন্যা কেন, সাত রাজার ধনও তার কাছে তুচ্ছ মনে হতে লাগল। সে দূতকে বলল, 'আমি এখন কোনো বিয়ে-শাদি করব না। দয়ে করে আপনারা চলে যান, আমার সময় নষ্ট করবেন না...।'

শিক্ষা : যাদের অন্তরে আল্লাহর ভালোবাসা আছে, দুনিয়ার ভালোবাসা তাদের কাছে মূল্যহীন। আল্লাহর ইবাদতের স্বাদ যারা পেয়ে গেছে, দুনিয়ার সব স্বাদ-আহলাদ তাদের কাছে তুচ্ছ। এসো, আমরাও আল্লাহর হুকুম পালনের মাধ্যমে আল্লাহর ভালোবাসা অর্জন করি।

সত্যেরই জয় হলো



ইংরেজরা এই ভারত-উপমহাদেশ দুইশ' বছর শাসন করেছিল। তাদের শাসনকালের প্রথম দিকের ঘটনা। ভারতের মুজাফফরনগর জেলার কান্দেহলা নামক স্থানে একটি জায়গা নিয়ে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিল। জায়গাটি হিন্দুদের মন্দিরের, নাকি মুসলমানদের মসজিদের। তখন ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট দুই পক্ষের বক্তব্য শুনলেন। এরপর মুসলমানদের কিছু লোকজন ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা! হিন্দুদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে, যার কথা আপনারা বিশ্বাস করতে পারেন, যার কথার ওপর ফায়সালা দেওয়া যায়?
তারা জানাল, তাদের নজরে এমন কোনো হিন্দু লোক নেই।

এরপর ম্যাজিস্ট্রেট হিন্দুদের ডেকেও জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা! মুসলমানদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে, যার কথা আপনারা বিশ্বাস করতে পারেন, যার কথার ওপর ফায়সালা দেওয়া যায়?
তারা বলল, বড় মুশকিলের ব্যাপার! এটা হিন্দু-মুসলমানদের স্বার্থের ব্যাপার। তারপরও মুসলমানদের মধ্যে একজন বুযুর্গ আছেন, যিনি কখনো মিথ্যা বলেন না। আমাদের বিশ্বাস, এই ব্যাপারেও তিনি সত্য বলবেন।
বুযুর্গ ছিলেন হযরত শাহ আবদুল আজিজ দেহলবির ছাত্র, সাইয়েদ আহমদ শহীদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর খলিফা এবং মুফতি এলাহি বখ্‌শের খান্দানের। ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট বুযুর্গের

কাছে লোক পাঠিয়ে তাকে আদালতে ডেকে পাঠান। বুযুর্গ বললেন, আমি কসম খেয়েছি , কখনো ইংরেজের মুখ দেখব না। ম্যাজিস্ট্রেট এরপরও বলে পাঠালেন, আমার মুখ দেখার দরকার নেই। তবুও আপনি দয়া করে আসুন, ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনি না এলে বিষয়টা সমাধান হবে না।

শেষ পর্যন্ত বুযুর্গ এলেন এবং ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট থেকে পেছন ফিরে দাঁড়ালেন। পুরো বিষয়টি বুযুর্গের সামনে পেশ করা হলো। এরপর এই বিষয়ে তিনি যা জানেন তা বলতে বলা হলো। হিন্দু-মুসলিম সবার দৃষ্টি বুযুর্গের দিকে। সবার কান তাঁর জবাব শোনার জন্য অস্থির। তাঁর জবাবের ওপরই এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির ফায়সালা হবে। এমন সময় বুযুর্গ বললেন, আসল কথা হলো, জায়গাটা হিন্দুদের। মুসলমানদের সঙ্গে এই জায়গার কোনো সম্পর্ক নেই।

ব্যস! আদালতের ফায়সালা হয়ে গেল। জায়গা হিন্দুরা পেলেন আর মুসলমানরা মামলায় হেরে গেলেন।

কিন্তু জায়গা নিয়ে মুসলমানরা হেরে গেলেও ইসলামের নৈতিক বিজয় হলো। সত্যবাদিতা ও ইসলামি চরিত্র প্রকাশ করায় সেদিন মুসলমানদের কয়েক হাত মাটি হাতছাড়া হলো ঠিকই, কিন্তু অনেক অমুসলিমের হৃদয়-মন জয় করে নিলেন। অনেক হিন্দু সেদিনই বুযুর্গের হাতে ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে গেলেন। পড়ে নিলেন– লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ।

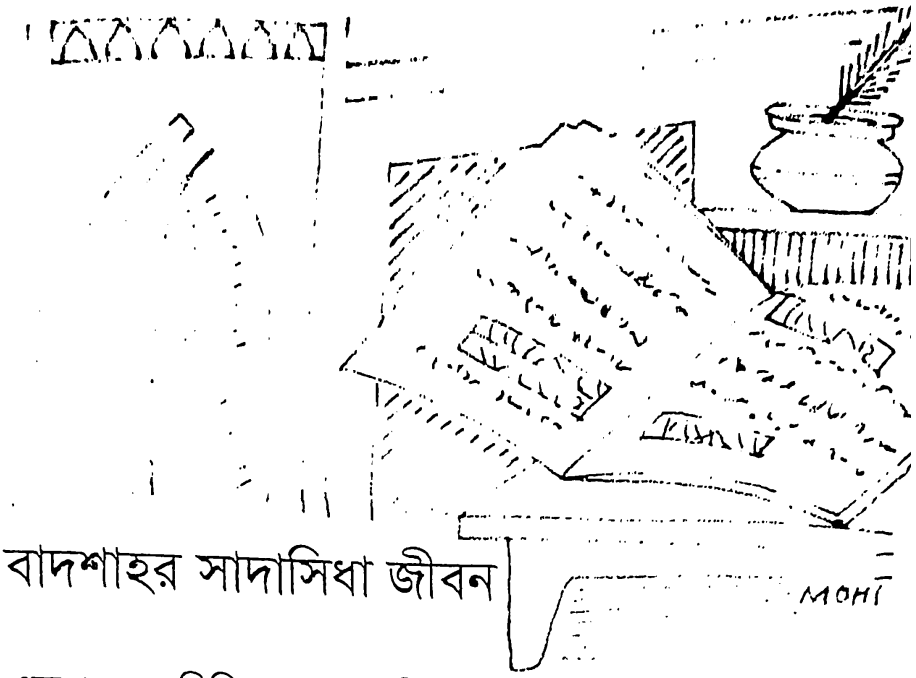
শিক্ষা : দেখলে তো বন্ধুরা! সত্য কথা বলার কারণে কিভাবে হিন্দুরা মুসলমান হয়ে গেল। কথায়ই আছে– সত্যের জয় মিথ্যার ক্ষয়। তাই আমরা সব সময় সত্য কথা বলব। মিথ্যার ধারে কাছেও যাব না।

মহৎপ্রাণ সেনাপতি

ক্রুসেড যুদ্ধের সময় খ্রিস্টানদের এক তাঁবু থেকে একটি খ্রিস্টান শিশু চুরি হয়ে গেল। শিশুর মা তাই বিলাপ করতে করতে সেনাপতি রিচার্ডের কাছে এলো। রিচার্ড বললেন, তোমার বাচ্চা উদ্ধার করার জন্য তো আমি সৈন্য ব্যবহার করতে পারি না। আমাকে এসব সামান্য ব্যাপারে বিরক্ত করো না।
সন্তানের পাগল মা শেষ পর্যন্ত মুসলমানদের সেনাপতি সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবির কাছে এলো।
সিংহ-হৃদয় আইয়ুবি সন্তানহারা মায়ের কষ্ট বুঝতে পারলেন। তিনি মাকে বসতে বললেন। অনেক সম্মান করলেন। এরপর কয়েকজন বাছা বাছা সৈন্যকে শিশুটি খুঁজে আনার হুকুম দিলেন।

সৈন্যরা শহরে গিয়ে শুনল, কিছুক্ষণ আগে এক ইহুদি একটি শিশু এক খ্রিস্টান ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রি করে গেছে। সৈন্যরা শিশুটিকে নিয়ে সুলতান আইয়ুবির সামনে হাজির হলো।
মাকে দেখে শিশুটি পাগলের মতো তার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আইয়ুবি সেই ক্রেতা খ্রিস্টানকে দ্বিগুণ মূল্য দিয়ে বিদায় করলেন এবং মাকে শিশুসহ নিরাপদে তাদের তাঁবুতে পৌঁছে দিলেন।
এই খবর রিচার্ডের কানে গেলে তিনি বলে উঠলেন, যে জাতি এমন মহৎ চরিত্রের অধিকারী তারা কখনো পরাজিত হবে না। তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা আত্মহত্যার শামিল।

শিক্ষা : সালাহউদ্দিন আইয়ুবির মতো মহৎপ্রাণ মানুষ পাওয়া ভার। এমন মহৎপ্রাণের কারণেই তিনি জীবনে প্রচুর যুদ্ধ জয় করেছিলেন। এখানে শেখার আছে অনেক কিছু।



বাদশাহর সাদাসিধা জীবন

এক সময় দিল্লির শাসক ছিলেন বাদশাহ নাসিরুদ্দিন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ। তার সরকারি কোষাগারে কোটি কোটি টাকা জমা ছিল। তিনি ইচ্ছা করলে তা থেকে নিজের বেতন-ভাতা নির্ধারণ করতে পারতেন, কিন্তু বাদশাহ নাসিরুদ্দিন তাঁর কাপড়-চোপড়, খাওয়া-দাওয়াসহ বিভিন্ন প্রয়োজন নিজের উপার্জিত অর্থ দিয়েই পূরণ করতেন।

তখন হিন্দুস্তানে কোনো ছাপাখানা ছিল না, তাই সব কিতাব হাতেই লিখতে হতো। এজন্য কিতাবও খুব কম পাওয়া যেত। কিতাব লেখার পারিশ্রমিক পাওয়া যেত অনেক টাকা। বাদশাহ নাসিরুদ্দিন ছিলেন একজন ভালো কাতিব। একজন দক্ষ হস্ত লেখক ও পণ্ডিত মানুষ। তিনি আরবি ও ফারসি কিতাবসমূহ হাতে লিখে নিজের সংসার চালাতেন। গরিব ও অসহায় লোকদের মতো দিন কাটাতেন। শত প্রয়োজনেও সরকারি

কোষাগার থেকে কোনো টাকা-পয়সা নিতেন না। তার ব্যক্তিগত জীবন ছিল একেবারে সাদাসিধা। তিনি অনেক নরম মনের মানুষ ছিলেন। কখনো কারো মনে কষ্ট দিতেন না।

একবার বাদশাহ নাসিরুদ্দিনের একজন কাছের বন্ধু তাঁর দরবারে এলেন। তখন বাদশাহর সামনে রাখা ছিল তাঁর নিজের হাতে লেখা একটি কিতাব। বাদশাহর বন্ধু কিতাবটি হাতে নিয়ে দেখতে লাগলেন। এক পর্যায়ে সে কিতাবের মধ্যে কিছু ভুলের কথা বলে বাদশাহকে সেগুলো ঠিক করে নিতে বললেন।
বন্ধুর কথায় বাদশাহ নাসিরুদ্দিন হাতে কলম তুলে নিলেন এবং চিহ্নিত স্থানগুলো তার কথামতো সংশোধন করলেন। কিন্তু বন্ধুটি চলে যাওয়ার পর বাদশাহ সেই স্থানগুলো আবার আগের মতো করে নিলেন। বাদশাহকে এমনটি করতে দেখে তাঁর উজির জানতে চাইলেন, জাঁহাপনা! আপনি এটা কী করলেন? তার কথামতো সংশোধন করলেন, সে চলে যাওয়ার পর কেটে আবার আগের মতো করলেন?

বাদশাহ বললেন, আসলে এখানে কোনো ভুল ছিল না। কিন্তু যে ব্যক্তি আমার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়, আমার ভুল সংশোধন করে দিতে চায়, তার মনে আমি কী করে ব্যথা দেই? কিতাবে কোনো ভুল ছিল না। তার খুশির জন্যই আমি এমনটি করেছি।

শিক্ষা : দেখলে তো বন্ধুরা! বাদশাহ নাসিরুদ্দিন কেমন মহানুভব ছিলেন? কেমন বিনয়ী ছিলেন? এর থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে। আমাদেরও বিনয় ও মহানুভবতার গুণ অর্জন করতে হবে।



বড় মনের বাদশাহ

বাদশাহ বাহরাম একবার পশু শিকারের জন্য বনে গেলেন। তার সামনে একটি বন্য গাধা পড়ল। তিনি তার বাহিনী থেকে আলাদা হয়ে গাধাটি ধাওয়া করতে লাগলেন। এক সময় তিনি গাধাটি শিকার করে ফেললেন। এটা জবাই করার জন্য তিনি ঘোড়ার পিঠ থেকে নামলেন। তিনি একা। গাধা জবাই করতে গেলে ঘোড়াটি রাখার লোক নেই। এমন সময় বনের ভেতর থেকে একজন রাখালকে আসতে দেখলেন। তিনি রাখালকে বললেন, তুমি ঘোড়াটা একটু ধরো, আমি গাধাটি জবাই করি।

রাখাল ঘোড়াটি ধরল। বাদশাহ বাহরাম গাধা জবাইয়ে মশগুল হলেন। তিনি আড়চোখে দেখলেন, ঘোড়ার লাগামে রাখা মুক্তা থেকে রাখাল মুক্তা নিয়ে নিচ্ছে। বাদশাহ তা দেখেও না দেখার ভান করলেন। সে সহজেই মুক্তাগুলো বের করে নিল। এরপর বাদশাহ তাঁর সৈন্যদের সঙ্গে মিলিত হলেন। উজির তাকে জিজ্ঞেস করল, জাঁহাপনা! আপনার ঘোড়ার মুক্তাগুলো কোথায়? বাদশাহ মুচকি হেসে বললেন, এগুলো এমন এক লোকে নিয়েছে, যে কখনো ফেরত দেবে না। আর এটা এমন এক লোকে দেখেছে, যে কখনো তার চোগলখুরি করবে না এবং দোষ বলে বেড়াবে না। তোমাদের কেউ কারো কাছে এগুলো দেখলে এজন্য তাকে কিছুই বলবে না।

শিক্ষা : দেখলে তো বন্ধুরা! বাদশাহ বাহরাম কেমন বড় মনের মানুষ ছিলেন! আমরাও আমাদের মনটাকে বড় করব।



আল্লাহ-ই আসল দাতা

অনেক দিন আগের কথা। এক বাদশাহ ছিলেন অনেক মুত্তাকি। তিনি আল্লাহ তায়ালাকে সব সময় ভয় করে চলতেন। একদিন তিনি পাহাড়ের চূড়ায় শিকার করতে গেলেন। চলতে চলতে এক সময় পিপাসায় কাতর হয়ে পড়লেন। অনেকক্ষণ বিভিন্ন দিকে ছোটাছুটির পর দেখতে পেলেন, এক বুড়ো লোক পানি বিক্রি করছে।

তাকে বললেন, ভাই! আমাকে একটু পানি দিন। এর বিনিময়ে আপনাকে রাজ-প্রাসাদ থেকে অনেক টাকা দেব। এই নিন গেইট পাস। আগামীকাল আমার সঙ্গে দেখা করবেন।

বুড়ো লোকটি বাদশাহকে পানি দিল। বুড়ো বাড়িতে এসে ঘটনাটি স্ত্রীকে বলল। স্ত্রী তো শুনে মহাখুশি। আগামীকাল বাদশাহ তার স্বামীকে টাকা দেবেন!

পরদিন সময় মতো বুড়ো রাজ-প্রাসাদে হাজির। গেইটম্যানকে পাস দেখিয়ে দরবারের ভেতর চলে গেল। সেখানে গিয়ে দেখল, বাদশাহ নামাজ সেরে আল্লাহর কাছে কেঁদে কেঁদে বলছেন, 'হে আল্লাহ! আমাকে এটা দিন, ওটা দিন...।'

এই অবস্থা দেখে বুড়োর মনে ভাবনা এলো, এ কী! বাদশাহ তো ধনী হয়েও আল্লাহর কাছে চাচ্ছেন? তাহলে আমি আল্লাহর কাছে চাইব না কেন? আমি তো গরিব, আল্লাহ আমাকে অবশ্যই দেবেন। না, আমি বাদশাহর কাছে কিছুই চাইব না, আমি টাকা নেব না...। এই বলে বুড়ো সেখান থেকে বের হয়ে এলো এবং খুব বিনয়ের সঙ্গে আল্লাহর কাছে তাদের অভাব দূর হওয়ার জন্য দোয়া করল।

পথিমধ্যে এক লোক দুই কলসি সোনার মহর নিয়ে এসে তাকে বলল– এই নিন, আপনার জন্য এগুলো এনেছি।

সে কলসি দুইটি খুলে এতো সোনার মহর দেখে অবাক হয়ে গেল। সে বিশ্বাসই করতে পারছে না, মহরগুলো তার নিজের। এতোগুলো সোনার মহর পেয়ে সে মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করল। এরপর সে এগুলো নিয়ে খুশি মনে বাড়ি চলে গেল।

বাড়ি পৌঁছলে স্ত্রী বলল, কই আপনার টাকা-পয়সা?

বুড়ো বলল– শোনো, সামান্য টাকা নয়। দুই কলসি সোনার মহর পেয়েছি।

সে পুরো ঘটনা স্ত্রীকে শোনাল। এরপর দুইজনে ওয়াদা করল, আজ থেকে যা কিছু চাইব, সব আল্লাহর কাছেই চাইব। মানুষের কাছে কখনো হাত পাতবো না।

শিক্ষা : আল্লাহ তায়ালা হলেন আসল দাতা। পৃথিবীর কোনো রাজা-বাদশাহ তাঁর মতো দিতে পারে না। তাই আমরা যা চাইব আল্লাহর কাছেই চাইব।

শিক্ষকের অবাক মর্যাদা



অ-নে-ক দিন আগের কথা। একদিন একজন বড় আলেম তার ছাত্রদেরকে নিয়ে ক্লাস করছিলেন। ক্লাস চলার সময় শিক্ষক হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেলেন, আবার বসলেন; এমনিভাবে কয়েকবার ওঠাবসা করলেন। ক্লাস শেষে ছাত্ররা এ সম্পর্কে জানতে চাইল। শিক্ষক বললেন, আমি ক্লাস করানোর সময় আমার শিক্ষকের ছেলেকে দেখলাম, সে খেলাধুলা করছে। যখনই সে আমার সামনে পড়ত, তখনই আমি আমার শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে দাঁড়িয়ে যেতাম এবং যখন সে চলে যেত, তখন বসে যেতাম।

ছাত্ররা বলল, হুজুর! আপনার উস্তাদের ছেলে কোথায়? এতো দেখছি একজন মুচির ছেলে!
শিক্ষক বললেন, সেই মুচিই তো আমার একজন শিক্ষক।
ছাত্ররা জানতে চাইল, তা কিভাবে হয়?
শিক্ষক বললেন, একদিন আমি রাস্তায় হাঁটছিলাম। তখন ওই মুচির সঙ্গে আমার দেখা হলো। আমি ভাবলাম, কুকুর সম্পর্কে তাদের ভালো জানাশোনা থাকবে। আমি তখন তার কাছ থেকে কুকুর সম্পর্কে একটি অজানা বিষয় জেনেছি। তোমরা বড় হলে এ ব্যাপারে জানতে পারবে। তাই তিনি আমার শিক্ষক।

শিক্ষা : জীবনে বড় হতে চাইলে শিক্ষকদের সম্মান করতে হবে। তাঁদের মর্যাদা দিতে হবে। শিক্ষদের সম্মান করা ছাড়া জীবনে আসল উন্নতি করা যায় না।



সন্তানহারা মায়ের ধৈর্য

একজন গ্রামের মহিলার ছেলে মারা গেল। মহিলাটি ছেলের শোকে পাগলের মতো হয়ে গেলেন। রাত-দিন একটানা কান্নাকাটি করার কারণে তাঁর গালে দাগ পড়ে গেল। কিছুটা স্বাভাবিক হওয়ার পর 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' পড়লেন।

এরপর ছেলের জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! আপনি জানেন, মা-বাবা সন্তানকে কত ভালোবাসে। এই জন্যই সন্তানের সেবা করার জন্য মা-বাবাকে নির্দেশ দিয়েছেন। সন্তানের ভালোবাসার কারণে সেবা-যত্ন করতে তারা কখনো কষ্ট মনে করে না। আপনি জানেন, সন্তান মা-বাবার অবাধ্য হয়, এজন্য তাদেরকে মা-বাবার বাধ্য হতে বলেছেন।

হে আল্লাহ! আমার ছেলে মা-বাবার সেবায় অনেক আন্তরিক ছিল। এর উল্টো আমি দেখিনি। শুধু এতোটুকু বলতে চাই, মা-বাবা সন্তানের সেবায় যেমনিভাবে নিজেদেরকে বিলিয়ে দেয়,

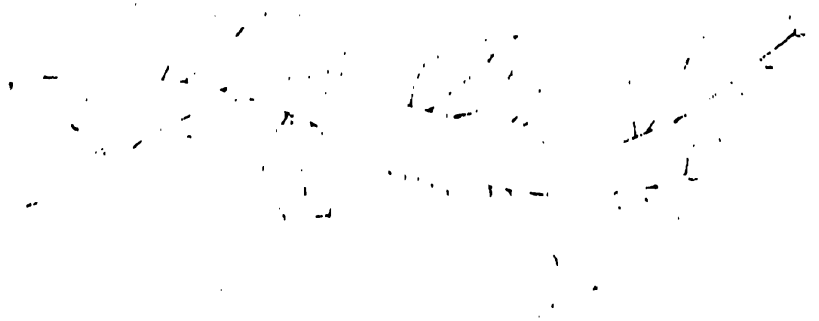
আমার ছেলেও আমাদের সেবা-যত্নে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছিল। হে আল্লাহ! তোমার কাছে মিনতি ভরে ফরিয়াদ করছি, আমার ছেলেকে আপনি উত্তম বিনিময় দান করুন। তাকে বেহেশত নসিব করুন। তার পরকালের জীবন সুখ-শান্তিময় বানিয়ে দিন...।

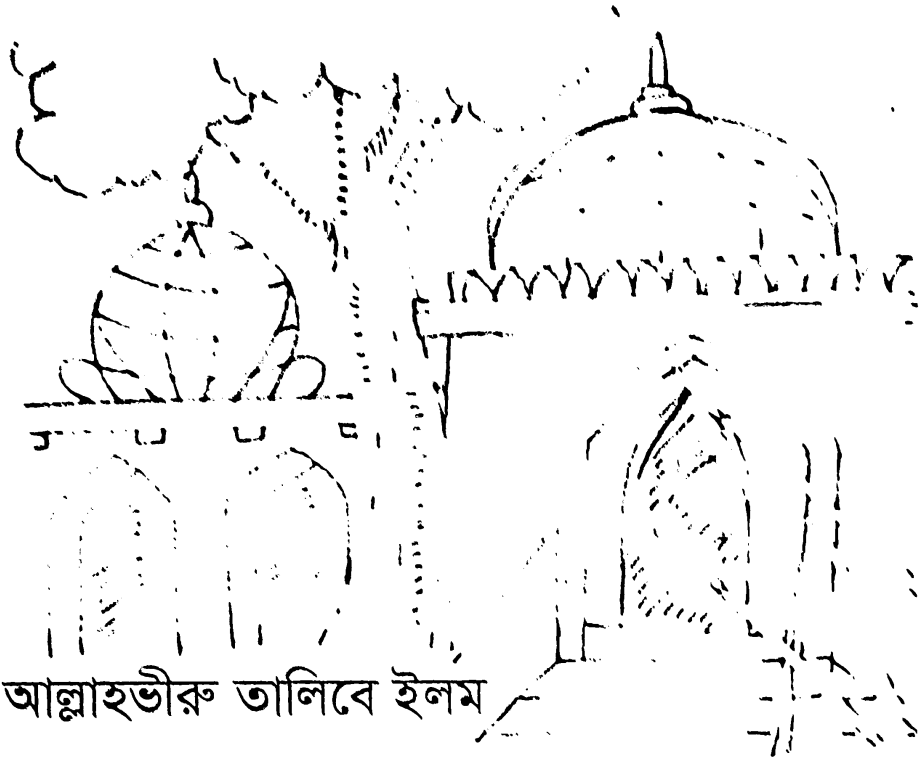
একথা শুনে এক প্রতিবেশী বলল, তুমি তো অনেক উত্তম দোয়া করেছো। আরো ভালো হতো, যদি এতোদিন অনর্থক বিলাপ কান্নাকাটি না করতে।

মহিলাটি বলল, তা তো ঠিকই, কিন্তু সত্যি বলতে কি, শোকের পরিমাণ এতো বেশি হয়ে গিয়েছিল যে, আমি প্রায় মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিলাম।

আশা করি মহান আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করবেন। কেননা তিনি তো বলেছেন, যে বাধ্য হয়ে সীমালংঘন ছাড়া কোনো কাজ করে তার কোনো গুনাহ নেই।

শিক্ষা : মানুষের জন্য ধৈর্য অনেক বড় গুণ। ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আল্লাহ আছেন। এর সুফল আল্লাহ এক সময় দিয়ে থাকেন। এজন্য বিপদে-আপদে আমাদের ধৈর্য ধরতে হবে। কখনো বিরক্ত হওয়া যাবে না।





আল্লাহভীরু তালিবে ইলম

এক তালেবে ইলম দিল্লির এক মাদরাসায় পড়ত। রাত কাটাত পাশেরই এক মসজিদে। একবার এক সুন্দরী মেয়ে কোনো দরকারে তার কোনো আত্মীয়ের কাছে যাচ্ছিল। হঠাৎ হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গা শুরু হলো। চারদিকে শুরু হলো হইচই, মারামারি।

পরিস্থিতি খারাপ দেখে মেয়েটি ভয়ে মসজিদে গিয়ে আশ্রয় নিল। অনেক আগেই ইশার নামাজ হয়ে গেছে। মসজিদে ছাত্রটি ছাড়া আর কেউ নেই। এই অবস্থায় ছাত্রটি মেয়েটিকে দেখে ঘাবড়ে গেল। সে মেয়েটিকে বিনয়ের সঙ্গে বলল, আপনার এখানে থাকা ঠিক হবে না। মানুষ দেখলে আমাকে লজ্জায় পড়তে হবে। তারা আমাকে মসজিদ থেকে বের করে দিতে পারে। তখন আমার লেখাপড়ায় সমস্যা হবে।

মেয়েটি বলল, বাইরে প্রচণ্ড দাঙ্গা চলছে, সে কথা আপনি জানেন? বাইরে বের হলে আমার জীবন ও সম্মান দুটোই হারাতে পারি। এটা আল্লাহর ঘর। যদি এখানেও নিরাপত্তা না পাই, তাহলে যাব কোথায়?
এ কথা শোনার পর ছাত্রটি লা-জবাব হয়ে গেল। আর কোনো কথা বলতে পারল না।

মেয়েটি মসজিদের এক কোণে বসে আছে। আরেক কোণে ছাত্রটি পড়াশোনা করছে। তখন বিদ্যুৎ ছিল না, তাই চেরাগ ব্যবহার করা হতো। সে পড়ার ফাঁকে ফাঁকে চেরাগের আগুনে তার একটি আঙুল দিচ্ছে আবার সরিয়ে নিচ্ছে। একটু পর পরই সে এমনটি করছে। এভাবে সারাটা রাত কেটে গেল। মেয়েটি অবাক হয়ে ছেলেটির এই কাণ্ড দেখল।

সকাল হলে ছেলেটি মেয়েটিকে বলল, এখন দাঙ্গা থেমে গেছে। লোকজন যার যার ঘরে চলে গেছে। পথঘাট ফাঁকা। চলুন, আপনাকে ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসি।
মেয়েটি বলল– যাব, তবে তার আগে রাতে চেরাগের আগুনে আপনি বারবার আপনার আঙুল পোড়াচ্ছিলেন কেন সে কথা বলতে হবে।
ছেলেটি বলল, এটা একান্তই আমার বিষয়। এটা আপনার জানার কোনো প্রয়োজন নেই।
মেয়েটি বলল, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি এর কারণ না বলছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি এখান থেকে যাচ্ছি না।
অবশেষে বাধ্য হয়ে ছেলেটি বলল, দেখুন! শয়তান বারবার আমার মনের ভেতর কুমন্ত্রণা দিচ্ছিল। আমাকে পাপ কাজের

প্রতি উৎসাহিত করে তুলছিল। তাই আমার আঙুলটি চেরাগের আগুনে ধরে নিজেকে বলছিলাম, দুনিয়ার এই সামান্য আগুনে জ্বলা যখন সইতে পারছো না, তখন জাহান্নামের ভয়ংকর শাস্তি কিভাবে সহ্য করবে?

একথা শুনে মেয়েটি হতবাক হয়ে গেল। তারপর সে ঘরে চলে গেল। বাড়িতে গিয়ে মা-বাবাকে পুরো ঘটনাটি খুলে বলল। মেয়েটির বাবা ছিল ধনী ও দীনদার। মেয়েও সুন্দরী। ফলে বড় বড় ধনাঢ্য পরিবার থেকে বিয়ের প্রস্তাব আসছিল। কিন্তু এই ঘটনার পর মেয়েটি বলল, যদি আমাকে এই ছেলের কাছে বিয়ে দেন, তাহলে আমি সারা জীবন এমন পরহেজগার লোকের সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করব। শেষ পর্যন্ত তার মা-বাবা তাই করলেন।

শিক্ষা : দেখলে তো বন্ধুরা! কিভাবে জাহান্নামের আগুনের ভয়ে মনের ইচ্ছাকে দমিয়ে রাখলেন! আমরাও সব সময় মনের ভেতর জাহান্নামের ভয় রাখব এবং গুনাহের দিকে পা বাড়াব না।



কুরআনের ভালোবাসায়

ঘটনাটি ভারতবর্ষের। এক গরিব ছেলে রাতের বেলা কুরআন পড়ছিল। তখন বিদ্যুৎ ছিল না, তাই কেরোসিনের বাতি দিয়েই রাতের পড়াশোনা করতে হতো। হঠাৎ তেল শেষ হয়ে বাতিটা নিভে গেল, তাই ছেলেটি মনের দুঃখে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল, হে আল্লাহ! আমাকে এতো গরিব করে কেন দুনিয়াতে পাঠালে? তেল কিনে কুরআন পড়ার সামর্থ্যও যে আমার নেই...।

ছেলেটির কান্না শুনে এক যুবক তার দরজায় কড়া নাড়ল। ছেলেটি দরজা খোলার পর তাকে জিজ্ঞেস করল, তুমি কাঁদছো কেন?
ছেলেটি বলল, আমি এতোই গরিব যে তেল কিনে কুরআন পড়তে পারছি না, তাই কাঁদছি।
যুবকটি বলল, তুমি কেঁদো না, আমি তোমার জন্য কেরোসিন নিয়ে আসছি।
কিছুক্ষণ পর যুবকটি কেরোসিন নিয়ে এসে বলল, আমি জীবনে আর মদ খাব না। এখন থেকে সেই টাকা দিয়ে তোমাকে কুরআন পড়ার জন্য কেরোসিন কিনে দেব।

এরপর ওই রাতেই যুবকটি মারা গেল। কিন্তু সে মদ খেত বলে এলাকার লোকজন কেউ তার দাফন কাফন করতে চাইল না। এমনকি তার লাশ ওই এলাকার কবরস্থানে দাফন করতেও দেবে না বলে জানালেন। তাই যুবকটির লাশ জঙ্গলে ফেলে আসা হলো। কিন্তু আল্লাহর কী মহিমা! তিন দিন কেটে যাওয়ার পরও

কিছুই হলো না লাশটির। জঙ্গলের কোনো হিংস্র প্রাণী ছিড়ে খাবে তো দূরের কথা একটা পোকা-মাকড়ও তার মরাদেহ ছুয়ে দেখেনি। চার দিন কেটে যাওয়ার পর এলাকার তিনজন আল্লাহওয়ালা লোককে স্বপ্নে দেখানো হলো, 'যুবকটির লাশ দাফন করতে হবে'।

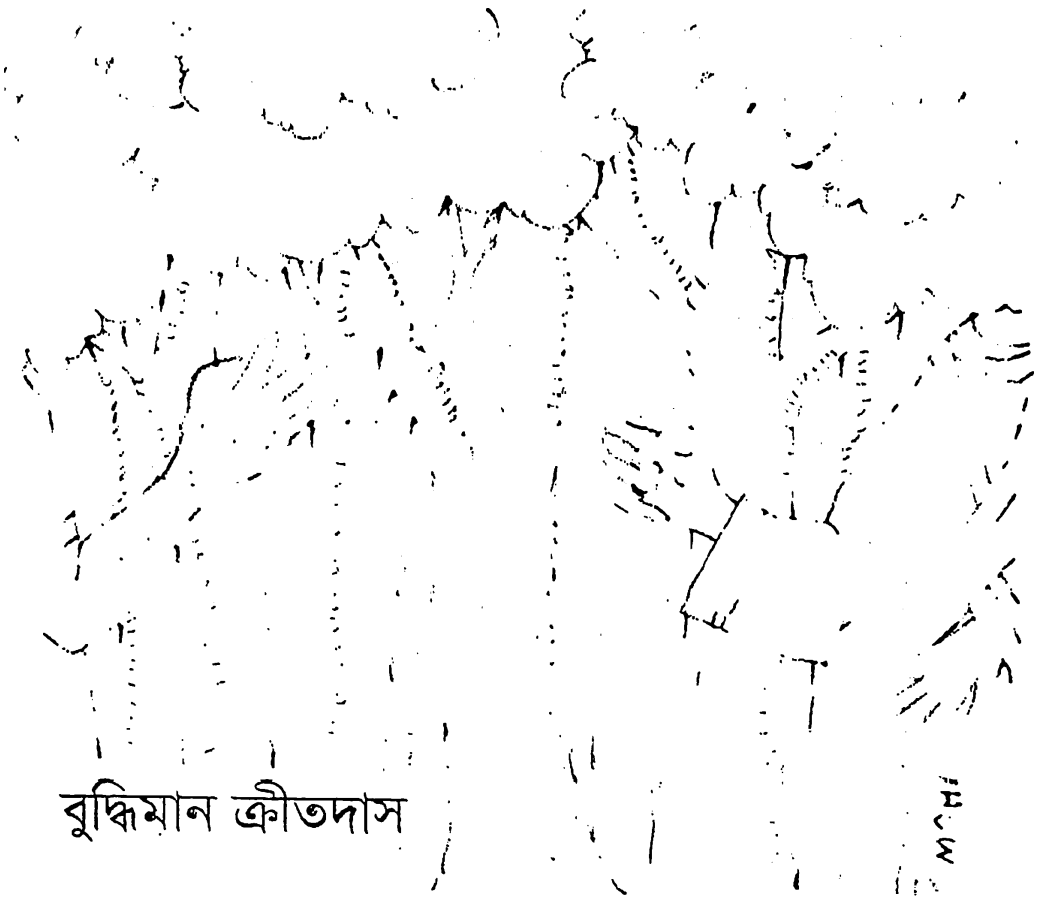
পরের দিন তারা তিনজন মিলে লাশটি জঙ্গল থেকে তুলে এনে গোসল করিয়ে কাফন পরালেন, জানাযার নামাজের আয়োজন করলেন। কিন্তু এলাকাবাসী বললেন, একটা মদখোরের জানাযা আমরা পড়ব না।

তাই সামান্য কিছু লোক নিয়েই জানাযা আদায় করা হলো। এরপর ইমাম সাহেব জানতে চাইলেন, এমন কেউ কি নেই, যে এই লোকটির একটি ভালো কাজের কথা বলতে পারবে?

তখন একজন লোক হাত তুললেন। তার কাছ থেকে যুবকটি গরিব ছেলেটির জন্য কেরোসিন কিনেছিলেন। লোকটি বলল, আমি তাকে বলতে শুনেছি, 'জীবনে অনেক পাপ করেছি, দেখি এই ভালো কাজের বিনিময়ে আল্লাহ আমাকে মাফ করেন কিনা'।

জানাযার একেবারে পেছন থেকে কুরআন পাঠকারী ছেলেটির কান্নার আওয়াজ শোনা গেল। সে উপস্থিত সবাইকে বলল, আজ রাতে আমি স্বপ্নে দেখেছি, যিনি আমাকে কুরআন পড়ার জন্য কেরোসিন কিনে দিয়েছিলেন, তিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে বেহেশতে প্রবেশ করছেন। তার জন্য বেহেশতের নাজ-নেয়ামত অপেক্ষা করছে...।

শিক্ষা : কুরআন আমাদের জীবন বিধান। কুরআন আমাদের ভালোবাসা। কুরআন পাঠ করে কুরআনের অর্থ বুঝে কুরআনের রঙে আমাদের জীবন সাজিয়ে তুলব।



বুদ্ধিমান ক্রীতদাস

এক রাজার এক ক্রীতদাস ছিল। ক্রীতদাসটা সব সময় রাজাকে বলত, 'রাজা মশাই, কখনো মন খারাপ করবেন না। আল্লাহ যা করেন তা ভালোর জন্যই করেন।'

একবার তারা শিকার করতে গিয়ে নিজেরাই এক হিংস্র প্রাণীর আক্রমণের শিকার হলো। রাজার ক্রীতদাস সেই প্রাণীটাকে মারতে পারলেও, ততক্ষণে রাজা তার একটা আঙুল খুইয়ে বসেছেন।

রাগে-যন্ত্রণায় রাজা বলে উঠলেন, আল্লাহ যদি ভালোই হতেন তাহলে আজকে শিকারে এসে আমার আঙুল হারাতে হতো না।

ক্রীতদাস বলল, এতকিছুর পরও আমি শুধু আপনাকে এটাই বলব, 'আল্লাহ যা করেন তা ভালোর জন্যই করেন।'

ক্রীতদাসের এই কথায় আরো বিরক্ত হয়ে রাজা তাকে জেলে পাঠানোর হুকুম দিলেন। এরপর একদিন রাজা আবার শিকারে বের হলেন। এবার তিনি একদল বনদস্যুর হাতে বন্দি হলেন। তারা তাদের দেবদেবীর উদ্দেশে মানুষকে বলি দিত। তারা রাজাকে চিনত না। রাজাকে বলি দিতে গিয়ে তারা দেখল, রাজার একটা আঙুল নেই। তারা এমন অঙ্গহারা কাউকে তাদের দেবতার উদ্দেশে বলি দিতে রাজি হলো না। তাই তারা রাজাকে ছেড়ে দিল।

রাজা প্রাসাদে ফিরে এসে তার বন্দি ক্রীতদাসকে মুক্ত করে দেওয়ার হুকুম দিলেন। ক্রীতদাসকে এনে বললেন– ভাই, আল্লাহ আসলেই ভালো। আমি আজ প্রায় মরতেই বসেছিলাম। কিন্তু আঙুল না থাকার কারণে প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে পেরেছি। তবে আমার একটা প্রশ্ন আছে। আল্লাহ ভালো, এটা তো বুঝলাম। কিন্তু তাহলে তিনি আমাকে দিয়ে তোমাকে জেলে পুরলেন কেন? ক্রীতদাস বলল, রাজা মশাই, আমি যদি আজ আপনার সঙ্গে থাকতাম, তাহলে আপনার বদলে আজ আমাকে তারা বলি দিয়ে দিত। আপনার আঙুল ছিল না, কিন্তু আমার তো ছিল। তাই 'আল্লাহ যা করেন তা ভালোর জন্যই করেন।'

শিক্ষা : 'আল্লাহ যা করেন তা ভালোর জন্যই করেন'। হয়তো আমরা এর সবকিছু বুঝি না। তাই সুখে-দুখে আমাদের ধৈর্য ধরতে হবে এবং আল্লাহর ওপর বিশ্বাস ও ভরসা রাখতে হবে।

দানের বরকতে

এক দানশীল লোকের একটি বড় বাগান ছিল। এতে বিভিন্ন ধরনের ফল ছিল। সে যখন ফল তুলত, তখন নির্দিষ্ট একটি অংশ গরিবদের মাঝে বিলিয়ে দিত। এতে গরিবরা খুশি হয়ে তার জন্য বরকতের দোয়া করে ফিরে যেত। এতে করে তার বাগানে প্রচুর ফল ধরত।

হঠাৎ একদিন লোকটি মারা গেলে বাগানের মালিক হয় তার তিন ছেলে। তাদের মধ্যে বড় ছেলে ছিল লোভী। সে গরিবদেরকে ঠকানোর ফন্দি করল।

কিন্তু মেঝ ছেলে তাকে বাধা দিল। সে বলল, আল্লাহকে ভয় করো এবং তাঁর শুকরিয়া আদায় করো। তাই বেশি করে দান করো। মনে রেখো, দান করলে সম্পদ কমে না, সম্পদ আরো বাড়ে।

এসব শুনেও বড় ছেলে তার সিদ্ধান্তে অটল থাকল। তার সিদ্ধান্ত হলো, ভোর হওয়ার আগেই ফল কেটে ফেলবে এবং গরিব আসার আগেই ঘরে তুলে নেবে। তখন গরিবরা এসে বিরক্ত করতে পারবে না।

নির্দিষ্ট রাতে তারা গেল ফল আনতে। বাগানে ঢুকে ফল ছেঁড়ার জন্য যখন হাত বাড়াল, তখন তারা দেখল সবকিছু ধ্বংস হয়ে গেছে। তখন বড় ছেলে বলল, হয়তো আমরা আমাদের বাগানের পথ হারিয়ে ফেলেছি। আমরা ভুল করে অন্য কারো খারাপ বাগানে ঢুকে পড়েছি।

মেঝ ছেলে বলল– না, বরং আমরা নিজেদের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়েছি। আমি কি গরিবদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করার কথা বলিনি?

তখন তারা একে অপরকে দোষ দিতে লাগল এবং খারাপ ইচ্ছার জন্য সবাই লজ্জিত হলো।

এরপর তারা খাস দিলে তাওবা করে ভালো হয়ে গেল। কিছুদিনের মধ্যে তাদের বাগান আবার ফলে ভরে উঠল। তাদের পিতার নিয়ম অনুযায়ী তারা দান করা শুরু করল।

শিক্ষা : দান করলে ধন-সম্পদ কমে না। দান করলে ধন-সম্পদে আরো বরকত হয়। তাই আমরা সাধ্যমতো গরিবদেরকে দান করব। আমাদের মা-বাবাকে দান করতে বলব।



বুদ্ধিমান বিচারক

দুইজন মহিলা একবার হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম-এর কাছে বিচার নিয়ে এলো। একজনের কোলে একটি ফুটফুটে শিশু। দুইজনই বলছে, 'বাচ্চাটি আমার'।

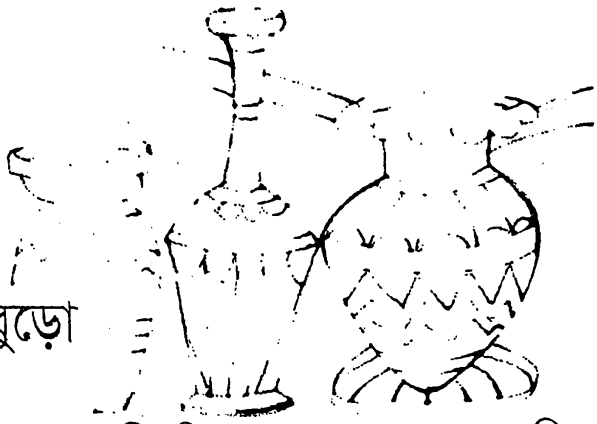
সুলাইমান আলাইহিস সালাম দুইজনের কথাই সমান গুরুত্ব দিয়ে শুনলেন। তাদেরকে তিনি একটি সমঝোতায় আসতে বললেন। কিন্তু কোনো কাজ হলো না। তাদের মধ্যে কেউই শিশুটির দাবি ছাড়বে না। দুইজনই বলছে, 'আমিই এই শিশুর মা'।

সুলাইমান আলাইহিস সালাম একটা কৌশল করলেন। তিনি বললেন, উপায় একটা বের করেছি। তোমরা দুইজনই শিশুটির মা দাবি করছো। কিন্তু একটি শিশুর মা তো দুইজন হতে পারে না। এখন কী আর করা!–এই বলে তিনি জল্লাদকে বললেন, শিশুটিকে দুই টুকরো করে দুইজনকে দুই টুকরো দিয়ে দাও।

জল্লাদ শিশুর ওপর ধারালো ছুরি চালাতে যাবে–অমনি একজন মহিলা চিৎকার করে বলল, দাঁড়ান! ওতো মরে যাবে, আমার শিশু তাকেই দিয়ে দিন। আমার দরকার নেই। ও বেঁচে থাকুক। আমি মাঝে মধ্যে গিয়ে আমার সন্তানকে দেখে আসব।

অন্যদিকে অপর মহিলার মধ্যে কোনো নড়াচড়া নেই। সে তার জায়গায় দাঁড়িয়েই রইল। সুলাইমান আলাইহিস সালাম-এর বুঝতে বাকি রইল না– কে শিশুটির আসল মা। মা তার সন্তান নিয়ে বাড়ি চলে গেল। অন্য মহিলাকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হলো।

শিক্ষা : দেখলে তো বন্ধুরা! আল্লাহর নবী কিভাবে সাক্ষী ছাড়াই বিচার করে ফেললেন! নবী-রাসুলদের চেয়ে সেরা জ্ঞানী মানুষ পৃথিবীতে আর কেউ ছিল না।



সম্রাট ও সাহসী বুড়ো

জাপানের এক সম্রাটের কাছে বিশটি কারুকাজ করা ফুলদানি ছিল। ফুলদানিগুলো ছিল অনেক সুন্দর। এমন কারুকাজ করা ফুলদানি হয় না। সম্রাট এমন সুন্দর ফুলদানি জমিয়ে গর্ববোধ করতেন।

একদিন সম্রাটের এমন সখের একটি ফুলদানি এক কর্মচারীর হাত থেকে পড়ে ভেঙে গেল। সম্রাট তো রেগে আগুন। আর তাই তিনি কর্মচারীকে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিলেন। সম্রাটের আদেশ মতো কর্মচারীকে যখন শূলে চড়ানোর জন্য প্রস্তুত করা হলো, ঠিক তখন এক বুড়ো মানুষ এসে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপার কি? তোমাকে শূলে চড়ানো হচ্ছে কেন?

কর্মচারী বুড়োকে সব খুলে বলল। বুড়ো সব কথা শুনে সম্রাটের কাছে গিয়ে বললেন, জাঁহাপনা! আমি ভাঙা ফুলদানি জোড়া লাগাতে পারি। আমাকে মেরামত করার সুযোগ দিন।

সম্রাট বুড়োর কথা শুনে খুব খুশি হলেন। তিনি বুড়োকে তার সংগ্রহশালায় নিয়ে গিয়ে বাকি ফুলদানিগুলো দেখালেন। সম্রাট বললেন, এখানে উনিশটি ফুলদানি আছে। তুমি যদি ভাঙা ফুলদানিটি সত্যিই আমার মনের মতো করে জোড়া দিয়ে বিশটি মিলিয়ে দিতে পারো, তাহলে যা চাইবে তোমাকে তাই দেব।

হঠাৎ বুড়ো লোকটি হাতের লাঠি দিয়ে আঘাত করে সব ফুলদানি ভাঙতে শুরু করল। একে একে উনিশটি ফুলদানি মুহূর্তেই চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল। সম্রাটের সামনে দাঁড়িয়ে একি দুঃসাহস বুড়োর? সম্রাট তো রেগেমেগে লাল হয়ে গেছেন। তিনি চিৎকার করে বলে উঠলেন, দুষ্ট শয়তান! এটা কী করলে তুমি?

বুড়ো খুব শান্ত গলায় বলতে লাগলেন, জাঁহাপনা! আমি আমার কর্তব্য পালন করেছি। আজ একটি ফুলদানি ভেঙেছে। কাল আরেকটি ভাঙবে। এভাবে প্রত্যেকটা ফুলদানির জন্য এক একজন নিরীহ মানুষের মৃত্যুদণ্ড পেতে হবে। এভাবে বিশজন মানুষ মারা যাবে। অথচ এই ফুলদানির চেয়ে মানুষের প্রাণের দাম অনেক বেশি। তাই আমি একাই সব ভেঙে ফেললাম। আমাকেই মৃত্যুদণ্ড দিন। এতে করে বিশজনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার পাপের স্থলে একজনকে দেওয়ায় আপনার পাপ কিছু কম হবে। আমি মৃত্যুদণ্ড নিতে প্রস্তুত।

বুড়োর সৎসাহস দেখে সম্রাট সন্তুষ্ট হলেন। ভাবলেন, এমন মানুষও আছে তাহলে এদেশে, যে অন্যকে বাঁচাতে নিজেই মরার জন্য প্রস্তুত? শ্রদ্ধায় সম্রাটের মাথা নত হয়ে গেল। ক্ষমা করলেন বুড়োকে এবং মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত কর্মচারীকেও।

শিক্ষা : এমন সাহসী মানুষই দরকার। যারা সাহস করে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে জানে, নির্দোষ মানুষকে বাঁচাতে এগিয়ে আসতে পারে। হে আল্লাহ! আমাদের জ্ঞান দিন, শক্তি দিন, সাহস দিন।

শেষ

তথ্যসূত্র

১. বুখারি শরিফ
২. মুসলিম মনীষীদের ছেলেবেলা
৩. ইসলামের ইতিহাস
৪. কাসাসুন নাবিয়ীন
৫. চার ইমামের জীবন ও কর্ম
৬. আউলিয়া কেরামের জীবনীগ্রন্থ
৭. মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো
৮. ইশকে ইলাহি
৯. দেশ-বিদেশের পত্রপত্রিকা
১০. অন্যান্য

আমাদের প্রকাশিত কিছু বই



নাদিয়াতুল কুরআন প্রকাশনী

১১/১ ইসলামি টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা

০১৯৭৫০০৯৮২৪, ০১৭৫৩১৮০৫৫৫

Cover: Abul Fatah | 01914783567